BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

Annual Subscription : Rs. 360.00
Single Issue : Rs. 30.00
ISSN : 0017 - 324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৭৪ সংখ্যা ৮ সম্পাদক ঃ শমীক বর্মন রায় সহ-সম্পাদক ঃ প্রদোষ কুমার বাগচী অগ্রহায়ণ ১৪৩১

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

আমরা চলি সমুখপানে (সম্পাদকীয়) ৩

ডঃ সৌমেন কয়াল ৪

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য উচ্চশিক্ষায় ভারতীয় ব্যবস্থা সংযুক্তিকরণ এবং লাইব্রেরি, মিউজিয়াম ও আর্কাইভ এর ভূমিকা

ডঃ সুবল চন্দ্র বিশ্বাস ১০

আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগার এবং ক্যালিমাকাসের 'পিনাকস' — একটি প্রাচীন গ্রন্থাগারের জ্ঞান সম্পদ অনুসন্ধানের চাবিকাঠি

পরিষদ কথা ১৯

১. ২০২৪-২০২৬ সালের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য কাউন্সিল সদস্য এবং বিভিন্ন উপসমিতির সদস্য সহ নির্বাচিত কর্মকর্তাদের তালিকা

২. বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শতবর্ষ উদ্‌যাপনে সামিল হউন

গ্রন্থাগার কর্মীসংবাদ ২৫

গ্রন্থাগার সংবাদ ২৬

English Abstract (Vol.-73, No.6, September 2023) ২৭

English Abstract (Vol.-73, No.7, October 2023) ২৯

আপনি কি আপনার গ্রন্থাগারে লাইব্রেরি সফট্ওয়্যার নেওয়ার কথা ভাবছেন?
ভাবছেন কোন সফট্ওয়্যার নেব, কার কাছ থেকে নেব, ভবিষ্যতে সাপোর্ট পাব তো?
আরো ভাবছেন সফট্ওয়্যারের দাম সাধ্যের মধ্যে হবে তো?

কোহা'র কাস্টমাইজড ভার্সান

(সম্পূর্ণ লিনাক্স-এ (উবুন্তু/ডেবিয়ান) করা এই সফট্ওয়্যার গ্রন্থাগারগুলির দৈনন্দিন কাজে অত্যন্ত সহায়ক)
আমরা এবার

২০০ পেরোলাম

হ্যাঁ, অন্যান্যদের অনেক প্রলোভন কাটিয়ে, শুধু বিশ্বাস আর পরিষেবায় ভরসা করে বর্তমানে ২০০টির বেশি লাইব্রেরি আমাদের কাস্টমাইজড্ কোহা ব্যবহার করছেন। অপেক্ষায় আছেন আরও অনেকে। তাই পরিষদের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের আস্থায় আমরা আপ্লুত। আপনাদের ভরসার কারণঃ

প্রতিষ্ঠানটির নাম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
টেকনোলজির কচ্কচানি নয়, গ্রন্থাগারের মতন করে কাস্টমাইজ করা
মিথ্যে প্রতিশ্রুতি নয়, খোলাখুলি যা করা সম্ভব তা বলা
কোন লুকানো দাম নেই বা এএমসির জন্য জোরাজুরি নেই উপরন্তু ন্যাকের চাহিদামতো রিপোর্ট তৈরি
পুরোপুরি পেশাদারিত্ব এবং ইন্সটলেশনের পাশাপাশি ডাটা এন্ট্রি, বার কোড ও স্পাইন লেবেল লাগান
প্রতিযোগিতার জন্য দামের হেরফের বা কোন অনায্য প্রতিশ্রুতি বা অন্যায় টেন্ডার নয়
সময়মতো সার্ভিস, বিপদে ফেলে পালিয়ে যাওয়া নয় এবং সহযোগিতা, সহমর্মিতা
চিরাচরিত ইনহাউস সার্ভার প্রযুক্তির সাথে অত্যাধুনিক ক্লাউড প্রযুক্তির ব্যবহার
প্রতিনিয়ত সফট্ওয়্যারের ব্যাকআপ দেওয়া, ব্যাকআপ নিয়ে টালবাহানা নয়
ই-মেল অ্যালার্ট, এস এম এস পরিষেবা এবং বিশ্বমানে নির্ভরযোগ্য ট্রেনিং

তাই যারা এখনো আমাদের কাছ থেকে কোহা নেন নি তারা আর দেরি না করে অবিলম্বে ফোন বা ইমেল করুন। আশা করি বাকি ২০০টি লাইব্রেরির মতো আপনিও হতাশ হবেন না।

আমাদের কাস্টমাইজড ভার্সানের পরিষেবার খরচঃ

সাধারণ গ্রন্থাগার – ১০০০০-১৫০০০ টাকা; বিদ্যালয় গ্রন্থাগার – ১০০০০-২০০০০ টাকা; কলেজ গ্রন্থাগার – ২০০০০-৪০০০০ টাকা; বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষ গ্রন্থাগার – ৩০০০০-৪০০০০ টাকা

আন্তর্জাতিক মানের কোহা আপনার সাধ্যের মধ্যে এনে দিতে পারে একমাত্র
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, যার নামই ভরসা যোগায়

বিশদে জানতে ফোন/হোয়াট্সঅ্যাপ করুনঃ ৯৪৩২২৯৮৭৪৬ বা মেইল করুনঃ **blacal.org@gmail.com**

গ্রন্থাগার

বর্ষ ৭৪ সংখ্যা ৮ সম্পাদক ঃ শমীক বর্মন রায় সহ-সম্পাদক ঃ প্রদোষ কুমার বাগচী অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

।। আমরা চলি সমুখপানে।।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বাঙালির মনন ও কৃষ্টিতে সদা জাগরুক একটি গৌরবোজ্জ্বল প্রতিষ্ঠান। আগামী ২০শে ডিসেম্বর ২০২৪ এই প্রতিষ্ঠান শতবর্ষে পদার্পণ করছে। ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে আমাদের পথ চলা শুরু হয়েছিল। বিগত নিরানব্বই বছর পরিষদ নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রন্থাগার পরিষেবার বিকাশ ও সম্প্রসারণ তথা পাঠস্পৃহা বৃদ্ধিতে নিয়োজিত। বর্তমান সময়ের দাবি মেনে পরিষদের সামাজিক দায় পূরণে আমরা সকলের প্রেরণা, ভালোবাসা ও সক্রিয় সমর্থন প্রার্থনা করছি।

আগামী ২০-২২ ডিসেম্বর ২০২৪ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তিন দিনের এই অনুষ্ঠানে আমরা আশা করছি আইএলএ সহ আমাদের দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যের গ্রন্থাগার সমিতির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা আসবেন। তাঁদের মূল্যবান বক্তব্যে সমগ্র বিশ্ব এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কি অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, তার সমস্যা এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে আমরা আলোকিত হতে পারবো। এছাড়া আগামী এক বছর রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক সভা, সম্মেলন, আলাপ আলোচনা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এই সংখ্যায় দেওয়া হয়েছে। আমার আপনার সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং উজ্জ্বল উপস্থিতি গৃহীত কার্যক্রমগুলি সফল করে তুলবে সে প্রত্যয় আমাদের আছে।

আমরা পড়শি রাষ্ট্র বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শতবর্ষকে সামনে রেখে একটি অনুষ্ঠান করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। প্রাথমিকভাবে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে তা অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। সুখের কথা, ফিনিক্স পাখির মতো সেই স্বপ্ন জেগে উঠেছে। বাংলাদেশের বন্ধুরা আমাদের অভয় দিয়েছেন তাঁরা সর্বোত্তম নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন এবং স্মরণীয় আতিথেয়তা দেবেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অনুষ্ঠান সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আমরা জানাই অজস্র ধন্যবাদ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মতন একটি স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক প্রতিষ্ঠান তার শতবর্ষের স্মরণকে সারা বছরব্যাপী উদ্‌যাপিত করার যে স্পর্ধা দেখিয়েছে তা সম্ভব হবে তার অসংখ্য অনুরাগীর ভালোবাসা এবং অনুপ্রেরণায়। প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থান ভালো নয়। প্রত্যাশিত সরকারি সাহায্য যা দীর্ঘকাল যাবৎ উপলব্ধ তা বর্তমানে অনিশ্চিত। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান/ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্য হলেও আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি আর্থিক সমস্যা সমাধানের স্বার্থে দেরিতে হলেও একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শতবর্ষের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে 'সম্মেলন স্মরণিকা' প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৫৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে স্মরণিকা প্রকাশে যে অভূতপূর্ব সাড়া আমরা পুরুলিয়া, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার সহ বিভিন্ন জেলার নেতৃত্ব ও সহকর্মীদের কাছ থেকে পেয়েছিলাম, তা ভুলবার নয়। আশা করি, এবারও বর্দ্ধিত উদ্যোগে তার প্রতিফলন ঘটবে।

শুধুমাত্র স্মৃতিচারণ বা আনন্দ জ্ঞাপন নয়, শতবর্ষ পালনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করা। বহু বরেণ্য ব্যক্তির শ্রম, ত্যাগ, এবং আদর্শের বিনিময়ে আমাদের প্রতিষ্ঠান শতবর্ষ ছুঁয়েছে; তার যোগ্য উত্তরসূরি তৈরি করতে না পারলে এই প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখা যাবে না। অনেক প্রতিষ্ঠান শতবর্ষ পেরিয়েও হারিয়ে গেছে এই সৃজনের অভাবে। তাই কবিগুরুকে স্মরণ করে বলি ঃ—

"আমরা চলি সমুখ পানে
কে আমাদের বাঁধবে

.....

মোদের হাঁক দিয়েছে,
বাজিয়ে আপন তূর্য
মাথার 'পরে ডাক দিয়েছে
মধ্য দিনের সূর্য।"

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য উচ্চশিক্ষায় ভারতীয় ব্যবস্থা সংযুক্তিকরণ এবং লাইব্রেরি, মিউজিয়াম ও আর্কাইভ এর ভূমিকা

ডঃ সৌমেন কয়াল*

গ্রন্থাগারিক, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, কলকাতা-৭০০ ০০৩

ভূমিকা

ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থা শব্দটি 'ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম এবং ঐতিহ্য'-এর সমার্থক। এই ব্যবস্থা প্রাচীন জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং সংস্কৃতি, শাস্ত্র, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের বিশাল, বৈচিত্র্যময় এবং পরীক্ষিত জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করে। ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থা যে আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ধারণ করে, তা হাজার হাজার বছর ধরে দেশে বিকশিত হয়েছে। বিভিন্ন জাতি, জাতি গোষ্ঠী, ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং বৈচিত্র্যময় সামাজিক কাঠামোর মিশ্রণে গঠিত ভারতকে অসাধারণ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক বিপুলভাণ্ডার বলা যেতে পারে। এর ধর্মীয় ও সামাজিক বৈচিত্র্য যেমন বিশাল, তেমনি তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিসরও বৃহৎ। এই ঐতিহ্যের গভীরে রয়েছে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সামাজিক কাঠামোর ধারাবাহিকতা। এটি একটি অপ্রতিরোধ্য সত্য যে একটি জাতি প্রকৃত অর্থে তখনই অগ্রগামী এবং উন্নত হয় যখন সেই জাতি নাগরিক হিসেবে গর্ব অনুভব করে। ভারত পৃথিবীর প্রাচীনতম দেশগুলোর একটি, যে কিনা অস্তিত্বের জন্য কঠিন সংগ্রাম করে তার সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে এবং প্রচার করতে সক্ষম হয়েছে। তার প্রধান কারণ হলো প্রাচীনকাল থেকে লালিত এবং বিকশিত চিরন্তন মূল্যবোধ। ভারতীয় সংস্কৃতি একটি জীবন্ত সংস্কৃতি, যা জীবন্ত অতীতের শিকড়ে স্থাপিত এবং এক অবিনশ্বর ঐশ্বরিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। নানা উত্থান-পতনের মধ্যেও এটি আত্মার আলোকে প্রজ্বলিত রাখতে সক্ষম হয়েছে। একজনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধ্যয়ন তার জীবনের সৌন্দর্য ও প্রজ্ঞার প্রতি সুগভীর উপলব্ধি জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। তাই, আমাদের মহান দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জ্ঞান এবং এর সংরক্ষণ ও প্রচার প্রতিটি নাগরিকের জন্য অপরিহার্য।

* Email : skayal520@gmail.com

কেন আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা উচিত?

বর্তমান পরিস্থিতিতে ঐতিহ্য আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি উপহার এবং সমাজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করে। আর ঠিক সেই কারণেই ঐতিহ্যের আরেকটি শব্দ হলো 'উত্তরাধিকার' (Rao, 2010)। বর্তমানে সারা বিশ্বে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টা এক নতুন গতি অর্জন করেছে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমনকি ঐতিহাসিক একটি প্রক্রিয়া। অতএব, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অতীতের সেই দিকগুলোর উপর ভিত্তি করেই পরিচালিত হয় — যা আমরা অনুসরণ ও অনুকরণ করতে করতে আগামীর উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তথা সারা বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। তবে সংরক্ষণের অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি সেই ঐতিহ্যের অন্তর্নিহিত মূল্যের তুলনায় গৌণ, সেই কারণেই বোধ হয় বর্তমানে সেগুলোর সংরক্ষণের আন্তরিক প্রয়াস চলছে। (Ekwelen, Okafor et al., 2011)।

প্রত্যেক মানুষের ভিতরই একটি অতীত তথা যৌথ অতীতের সুর বাজে যা তারা সামাজিক সূত্রেই অর্জন করে এবং তা উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করে চলে আগামীর দিকে। একটি যৌথ অতীত-যা স্থানীয়, জাতিগত এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির মতো বিভিন্ন দিককে অন্তর্ভুক্ত করে; পাশাপাশি শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশও সেগুলো অন্তর্ভুক্তি ঘটে। অর্থাৎ এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে ঐতিহ্যকে চিহ্নিত করি এবং মূল্য দিই।

ঐতিহ্যকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এক, অস্থাবর ঐতিহ্য যেমন ভূমি, স্থান ও ভবন। দুই, স্থাবর ঐতিহ্য, যার মধ্যে শিল্পকর্ম, বই, আসবাবপত্র, গহনা এবং হস্তশিল্প অন্তর্ভুক্ত। তিন, অস্থাবর এবং স্থাবরের বাইরের সংস্কৃতি, যেমন স্থানীয় সংগীত, খাদ্য, নৃত্য, ক্রীড়া, লোকজ চিকিৎসা, ভাষা, প্রথা, ঐতিহ্য এবং আরও অনেক কিছু। অর্থাৎ ঐতিহ্য শব্দের একটি যথার্থ অর্থ এই বিবরণ থেকে নির্ণয় করা যেতে

পারে — যেটি হলো, অতীত থেকে মূল্যবান এমন কিছু যা বর্তমানের পরিচয় প্রদান করে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা দিতে পারে (Roa, 2010)।

এমন নয় যে আমাদের ঐতিহ্য তেমন কিছুই নয়, কেবল কয়েকটি অর্থহীন অনুশীলন — যা পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রতি আরও বেশি ঝোঁক থাকা নতুন ঐতিহ্যের জন্য পরিত্যাগ করা দরকার। আমাদের ঐতিহ্যের গভীরতা এতটাই যে আমাদের দিকনির্দেশক, আমাদের প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করে চলেছে — যা কালজয়ী মূল্যবোধ এবং অতীতের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে আমাদের উপকার করে চলেছে নিরন্তর। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আধুনিক বিশ্বে আমাদের ঐতিহ্য হলো আমাদের পরিচয়; যেখানে উন্নত পশ্চিমা দেশগুলি তাদের প্রভাবের ক্ষেত্রগুলি নীরবে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এক চূড়ান্ত ধরনের কেন্দ্রীকরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে — যা আমাদের সাদা চোখে খুব একটা ধরা পড়ে না, এমনকি মনের আয়নাতেও তেমন ধরা দেয় না।

যদিও ঐতিহ্য সংরক্ষণ আমাদের কোনও বস্তুগত সুবিধা প্রদান করছে না, তবুও এটি মানুষকে যে ধরনের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক প্রতিফলন প্রদান করে তা তার আদিম সৌন্দর্য সংরক্ষণ করার জন্য অনেক বেশি সার্থক। এটা পুনর্ব্যক্ত করার প্রয়োজন নেই যে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হলো একটি দেশ বা সমাজ বা বিশ্বের যে কোনও জায়গার একটি জাতির পরিচয়। এটি এমন একটি সভ্যতা যা আমাদের গর্বিত করে। যদিও এটি যে-কোনও সমাজ তথা দেশের পক্ষেই গর্বের, তবে যে দেশগুলির হাজার হাজার বছরের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রয়েছে তাদের জন্য এটি আরও বেশি গর্বের।

সাধারণভাবে জানা যায় যে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রভাব আমাদের শাসক, বণিক এবং ভ্রমণকারীদের দ্বারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দূরবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এটি বিভিন্ন কারণে ঘটেছিল, যার মধ্যে জ্ঞান বিতরণ অন্যতম, এমনকি শত শত বছর আগেও যখন ভ্রমণ সুবিধাজনক ছিল না। আমরা জানি যে আজও রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ভারতীয় মহাকাব্যগুলো ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া ইত্যাদি দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এমন একটি ব্যবস্থা যা স্থির থাকতে পারে না, এটি পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে আধুনিক সময়ের উন্নয়নের একটা সামঞ্জস্য বজায় রেখে এগিয়ে চলে। এটা স্পষ্ট যে আজ বিশ্বায়নের যুগে সমাজগুলো পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে যা বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি মানুষ একে অপরের সঙ্গে করে থাকে।

এর বড়ো কারণ হলো সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির এই বিনিময় বা দান-গ্রহণ এমন একটি দিক যা প্রত্যেকের স্বীকৃতি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের বিনিময়কে সহজতর করার প্রচেষ্টা চলছে যাতে প্রতিটি সংস্কৃতি বা সভ্যতা এই প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে লাভবান হয়। এটিকে অবশ্যই উন্নয়নের একটি গতিশীল প্রক্রিয়া হতে হবে, না হলে এর অনুপস্থিতিতে সংস্কৃতি কিংবা ঐতিহ্য কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মেই হারিয়ে যাবে। এটি এমন একটি ভাষার মতো যা সংরক্ষণ কিংবা ব্যবহারের অভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

অনেক পাঠকের কাছে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে নিয়ে বিশদ গবেষণা করার পরামর্শ কিছুটা অদ্ভুত মনে হলেও হতে পারে। কিন্তু এটি সমাজের এমন একটি দিক, যা পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তে অধ্যয়ন করলে আমাদের অতীত সম্পর্কে অমূল্য তথ্য সরবরাহ করতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতের সমস্যাগুলোর সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করতে পারে। শুধুমাত্র আমাদের সাংস্কৃতিক দিকগুলোর আদান-প্রদানই নয়, বরং আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক উভয় স্তরে পরিচিতি ঘটানোর প্রয়োজন। বিশ্বে ঐতিহ্যবাহী স্থান থাকাটা যে কোনও দেশের পক্ষে গৌরবের বিষয়, তবে সেগুলোর পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য যথাযথভাবে প্রচার করারও প্রয়োজন আছে।

এছাড়াও, আমরা সবাই জানি যে ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন মন্দিরগুলো পুনর্নির্মাণে ভারত সরকার অনেক সাহায্য প্রদান করে আসছে, যার মধ্যে কম্বোডিয়ার বিখ্যাত অংকোরভাট মন্দিরও রয়েছে। এই পারস্পরিক উপকারী প্রকল্পগুলো অবশ্যই উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ককে মজবুত করতে ব্যাপক সহায়ক। অন্যান্য সকল সম্পর্কিত সুবিধার পাশাপাশি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও আদান-প্রদান প্রকল্পগুলোর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো, একটি দেশ বা সমাজের প্রভাবকে সারা বিশ্বের অন্যান্য স্থানে সূক্ষ্মভাবে বিস্তৃত করা।

বলা হয়ে থাকে যে একটি ভাষা বা উপভাষা কোনও সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, এমনকি বৃহত্তর পরিসরে সমাজের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। এর কারণ, এটি শত শত বছরের পুরনো সংস্কৃতির

পরিণতি, যা বহু সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আদান-প্রদান এবং গ্রহণের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। সুতরাং একটি ভাষার সংরক্ষণ প্রায় সমানভাবে একটি সম্প্রদায়, জাতি বা সমাজের ঐতিহ্য সংরক্ষণের সমতুল্য। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে, যখন কয়েকটি প্রধান ভাষা ও সংস্কৃতি সারা বিশ্বের অন্যান্য সংস্কৃতি ও ভাষার উপর অত্যন্ত দ্রুত প্রভাব বিস্তার করছে।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

এখানে আমরা কয়েকটি সম্ভাব্য এবং কার্যকর উপায় নিয়ে আলোচনা করতে পারি, যার মাধ্যমে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করা এবং মূলত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে যাতে বিশ্বের কাছে পরিচিত করা যায়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধু একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়, যেখানে মানুষ সফল কর্মজীবন এবং সামাজিক মর্যাদা অর্জনের জন্য শিক্ষা লাভ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো অনেক বৃহত্তর ভূমিকা রয়েছে। সেটি হলো — বিশ্ববিদ্যালয়টি যে অঞ্চলে অবস্থিত, তার সামগ্রিক উন্নয়নের পথপ্রদর্শক হওয়া। এর মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও অন্তর্ভুক্ত।

এটি একটি ভালো প্রবণতা যে দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন বিভাগ এবং কেন্দ্র চালু করেছে। এই কেন্দ্রগুলোর বেশিরভাগই দেশে এবং বিশ্বজুড়ে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও রূপান্তরের জন্য সব ধরনের একাডেমিক এবং ব্যবহারিক বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করে। অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবেও বিবেচনা করা হয় এবং এই কার্যক্রমকে যে-কোনও সময়ে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের একটি সুযোগ হিসেবে দেখা যেতে পারে। একাডেমিক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য, এই ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধা ও লাভ অনেকগুণে বৃদ্ধি পায়।

প্রথমত, তাঁরা যে অঞ্চলে অবস্থিত, সেই এলাকার সাংস্কৃতিক ঘটনাবলি এবং বিকাশ সম্পর্কে আরও ঘনিষ্ঠ তথা অবগত থাকে এবং গবেষণা ও একাডেমিক উদ্দেশ্যে তাদের সহজে অ্যাক্সেস করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, আজকাল ইলেকট্রনিক মিডিয়ার আগমনের ফলে সমাজের জন্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে। আমরা জানি যে সংস্কৃতি এমন একটি জিনিস যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় এবং উন্নতি লাভ করে। এই বিকাশগুলো, এমনকি ক্ষুদ্রতম ঘটনাগুলোও, সংশ্লিষ্ট শিক্ষাদান ও গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে নথিভুক্ত করা যেতে পারে ভবিষ্যতের জন্য। এছাড়াও সময়ের সঙ্গে ধারণ করা সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের অডিও-ভিজ্যুয়াল ফুটেজ প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে এর বিবর্তন তুলনা করবার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আমরা বিশ্বাস করি যে সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ঐতিহ্য অধ্যয়ন ইত্যাদি বিভাগের জন্য একটি সোনালি সুযোগ রয়েছে, যেখানে তাঁরা গণমাধ্যম ও যোগাযোগ বিভাগের সঙ্গে কার্যকরভাবে সহযোগিতা করতে পারে। এই সহযোগিতার মাধ্যমে ভবিষ্যতের গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অমূল্য সংরক্ষণাগার তৈরি করা যেতে পারে। অন্যান্য সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি, চেন্নাইয়ের লোকসংস্কৃতি গবেষণা সহায়তা কেন্দ্রও এই কাজে উল্লেখযোগ্য সহায়তা প্রদান করে।

এই নথিভুক্তকরণটি সংরক্ষণ প্রচেষ্টারও দ্বিগুণ কাজ করে, কারণ এই ফুটেজ দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা সম্ভব। এই প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানগুলোর সামনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে, যদিও কিছু প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে এটি বিরল ক্ষেত্রে শুরু করেছে। বিষয়টি হলো, আমরা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সর্বশেষ উন্নয়নগুলো অনুসরণ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের প্রাচীন প্রথা ও ঐতিহ্যগুলোকে উপেক্ষা করছি এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবহেলা করছি। তবে, আমরা যদি এই প্রথা ও ঐতিহ্যগুলোর কার্যকারিতা এবং বাস্তবতাকে নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করতে পারি, তবে এটি সমাজের জন্য একটি বিরাট অবদান হতে পারে। এর মাধ্যমে আমরা খুঁজে বের করতে পারি যে, এগুলোকে ঠিক কতখানি জনপ্রিয় করা যায় এবং আধুনিক জীবনের ক্ষেত্রে এগুলোর কার্যকারিতা কতখানি!

এটি আমাদের সমাজের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির মধ্যে বিদ্যমান ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও চিকিৎসা পদ্ধতির এক নতুন জগতের পথ প্রশস্ত করবে, যা কেবল অনুসন্ধানের মাধ্যমে সহজেই পেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, এই বিষয়টিকে জরুরি ভিত্তিতে একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বারা গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা উচিত, যাতে ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান সংরক্ষণ করে

ভবিষ্যতে তার উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের জন্য প্রস্তুত রাখা যায়।

এই ঘটনার আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। গত প্রায় দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়মাবলির প্রবর্তন হয়েছে। এই কারণে, আমাদের জন্য খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে যে আমরা আমাদের ঐতিহ্যবাহী বা স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ জ্ঞানকে রক্ষা করি, যা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অনন্য। আমাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে বা স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ জ্ঞানকে রক্ষা করি, যা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অনন্য। আমাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে রক্ষা করা প্রয়োজন, যাতে বিদেশি কোনও গোষ্ঠী এটিকে পেটেন্ট করার আগেই আমরা তার ইঙ্গিতও পেতে পারি। এই ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান যদি আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে একত্রিত করা যায়, তবে এটি আমাদের সমাজগুলির জন্য সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে।

অতএব, এই ব্যাপারে আমাদের একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলির একটি বিশাল দায়িত্ব রয়েছে — তাদের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানভাণ্ডারের উপর গবেষণা পরিচালনা করতে হবে এবং তা বর্তমান বিশ্বে কতটা কার্যকর তা প্রমাণ করতে হবে এবং যেখানে প্রয়োজন, আধুনিক চর্চার সঙ্গে মিলিয়ে মানবকল্যাণে তার ব্যবহার করতে হবে। সম্ভবত, এমন আদর্শকে মাথায় রেখেই মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (MHRD) মধ্যপ্রদেশে সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে, যাতে এমন ধরনের আদান-প্রদানকে সমাধান করা যায়।

লাইব্রেরি, মিউজিয়াম এবং আর্কাইভ এর ভূমিকা

আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে লাইব্রেরি, আর্কাইভ এবং জাদুঘর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমরা জানি লাইব্রেরি, আর্কাইভ এবং জাদুঘর একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন সংগ্রহগুলি ধারণ করে প্রতিষ্ঠানের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমাজের সামনে উপস্থাপন করে। এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ্যই হলো তাঁদের সংগ্রহগুলি ব্যবহারকারীদের জন্য সহজলভ্য করে দেওয়া।

ডিজিটাল গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকরা বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে পারেন, যেমন বিশেষ সংগ্রহে থাকা অনন্য উপকরণের ডিজিটাইজার হিসেবে (যে ভূমিকা জাদুঘর এবং আর্কাইভও পালন করে)। গ্রন্থাগারিকরা ভার্চুয়াল রেফারেন্স, সংরক্ষণ এবং সূচিকরণ এর মতো পরিষেবা প্রদানকারী হিসেবে কাজ করেন এবং তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিরল উপকরণের প্রাতিষ্ঠানিক ভাণ্ডার স্থাপনে সহায়ক এবং গবেষণামূলক যোগাযোগের ব্যবস্থাপক হিসেবে ভূমিকা রাখেন (Lynch, 2002)।

সংস্কৃতি হলো একটি শব্দ যা সমাজবিজ্ঞানীরা জীবনধারার জন্য ব্যবহার করেন। প্রতিটি মানব সমাজের একটি সংস্কৃতি রয়েছে — যা সেই সমাজের শিল্পকলা, বিশ্বাস, রীতিনীতি, প্রতিষ্ঠান, আবিষ্কার, ভাষা, প্রযুক্তি এবং মূল্যবোধ প্রভৃতির অন্তর্ভুক্তি ঘটায়। এটি একটি নির্দিষ্ট সমাজের বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে একই ধরনের আচরণ এবং চিন্তার জন্ম দেয়। একটি সমাজের সংস্কৃতি হলো তার সদস্যদের জীবনধারা; ধারণা এবং অভ্যাসের সমষ্টি, যা তারা শেখে, শেয়ার করে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত করে। অতএব, একটি জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তাদের জীবনধারা এবং বিস্তৃত অর্থে তাদের ঐতিহ্যবাহী আচরণ, যার মধ্যে রয়েছে ধারণা, কাজ এবং বস্তু যা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয় (Banjo, 1997)।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ আমাদের পরিচয় রক্ষা এবং আমাদের সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্র্যময় বিশ্বে একটি অর্থবহ রেফারেন্স রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তবে, সেকলার (২০০১) উল্লেখ করেছেন যে ''সাংস্কৃতিক পরিচয় গঠিত এবং রক্ষিত হওয়ার অনেক উপায় রয়েছে। এর বেশিরভাগ প্রক্রিয়া একটি জাতির অদৃশ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা অন্তর্ভুক্ত করে প্রথা ও ব্যবহার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কবিতা, গান এবং নৃত্য। এদের একটি বড় অংশ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মৌখিকভাবে প্রচলিত হয়।''

ডিজিটাইজেশন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিভিন্ন উপাদানকে অ্যানালগ ফরম্যাটে থেকে ডিজিটাল ফরম্যাটে রূপান্তর করা হয় যা শুধুমাত্র যন্ত্র দ্বারা পড়া যায়। এই প্রক্রিয়ায় রিড-স্ক্যানার, ডিজিটাল ক্যামেরা, প্ল্যানেটারি ক্যামেরা এবং অন্যান্য বিভিন্ন ডিভাইস ব্যবহার করা হয় যা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপাদানসমূহকে ডিজিটাইজ করতে সহায়ক। ডিজিটাইজেশনের প্রধান এবং সাধারণত সবচেয়ে স্পষ্ট সুবিধা হলো এটি বিভিন্ন ধরনের সংগ্রহে অধিক প্রবেশাধিকার প্রদান করে। বিভিন্ন ধরনের উপাদানকে ডিজিটাইজ করে বৈদ্যুতিন

ফরম্যাটে সরবরাহ করা যায় এবং ডিজিটাইজেশনের জন্য নির্বাচিত বিষয়বস্তুর উপর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্ব প্রদান করে (Hughes, 2004)।

বিটস এবং বাইটস-এ রূপান্তরের সুবিধার মাধ্যমে যে অসীম সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে, তা ঐতিহ্যবাহী এবং নতুন শ্রোতাদের কাছে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সম্পদগুলোকে এমনভাবে উপস্থাপনের সুযোগ দেয় যা এক দশক আগেও কল্পনাতীত ছিল। ব্র্যাডলি (২০০৫) যুক্তি দিয়েছেন যে গ্রন্থাগার, জাদুঘর এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সংগ্রহগুলোর প্রবেশাধিকার বাড়ানোর জন্য ক্রমবর্ধমান সময় এবং অর্থ বিনিয়োগ করছে ডিজিটাইজেশনের জন্য। গ্রন্থাগারগুলি মানবজাতির ঐতিহ্য ধারণ করে; এতে রয়েছে তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতার রেকর্ড, তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক, বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পকর্মের অর্জন, এবং তাদের সমষ্টিগত স্মৃতি (Omekwu, 2006)।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যুক্তরাজ্যের ট্রিনিটি কলেজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উদ্যোগটি বিভিন্ন বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করছে। এতে শিল্প ও স্থাপত্যের ইতিহাস, ক্লাসিক, নাটক, চলচ্চিত্র, ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য এবং সংগীত বিভাগের পাশাপাশি আয়ারল্যান্ডের বৃহত্তম গ্রন্থাগার এবং নিজস্ব অসাধারণ ঐতিহাসিক ও আইনি সংগ্রহ নিয়ে সুপরিচিত একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ট্রিনিটি কলেজ লাইব্রেরিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

যদিও আধুনিক যুগে গ্রন্থাগারের কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে, তাদের প্রধান লক্ষ্য একই রয়েছে — আবিষ্কার, প্রচার ও সংরক্ষণ। এই মিশনের চারটি উপাদান রয়েছে — সংগ্রহ, শিক্ষাদান, গবেষণা এবং সম্পদের ক্ষেত্রে আশেপাশের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আরও আনুষ্ঠানিক এবং সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপন। এই ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।

এখানে আলোচিত বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি উৎসাহব্যঞ্জক উদাহরণ হলো তিব্বতি সংস্কৃতি ও ভাষা সংরক্ষণ। তিব্বতি সমাজে প্রায় ৬,০০০ মনাস্ট্রি শিক্ষাব্যবস্থা, শিল্পকলা, হস্তশিল্প এবং রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত এবং মূল্যবান জ্ঞান, শিল্পকর্ম এবং বিশাল গ্রন্থাগারের আধার ছিল। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় বেশিরভাগ মঠ, স্তূপ এবং মূল্যবান মূর্তিগুলি ধ্বংস করা হয়েছিল। তবে অধিকাংশ মঠ পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে জনগণের ইচ্ছা ও সহযোগিতায়, কারণ এগুলি তিব্বতি সমাজের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় কেন্দ্র ছিল এবং এখনও তা-ই রয়েছে।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, মঠ, স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে পুরো পাঠ্যক্রম তিব্বতি ভাষায় পড়ানো হয়। তাই, তারা তিব্বতি ভাষা সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা সমগ্র সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ, সংরক্ষণ এবং শক্তিশালীকরণ তিব্বতিদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাদের পুরো জীবনধারা এমন একটি বিশ্বাসের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত, যা তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মূল উপাদান।

সাধারণভাবে, যদি আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য জরুরি পদক্ষেপ না নিই, তাহলে ধীরে ধীরে একটি নির্দিষ্ট ধরনের সাংস্কৃতিক একরূপতা বৃদ্ধি পাবে, যা বিদ্যমান সংস্কৃতিকে একটি অগভীর, ফিকে অনুকরণে রূপান্তরিত করবে, যা অত্যন্ত একঘেঁয়ে হবে। এটি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের উন্মুক্ত প্রকাশের পরিবর্তে সাংস্কৃতিক দমন তৈরি করবে।

উপসংহার

সুতরাং, স্বল্পমেয়াদে এবং দীর্ঘমেয়াদে, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সদ্ভাবপূর্ণ উপায়ে করা উচিত। কারণ সংস্কৃতি একটি ব্যক্তির পাশাপাশি একটি সম্প্রদায়, জাতি বা সমাজের বৃহত্তর স্তরে চূড়ান্ত পরিচয় বহন করে। যদি আমরা নিজেদের রক্ষা করতে না পারি, তাহলে আমরা আমাদের পরিচয় হারিয়ে ফেলব এবং শুধুমাত্র এমন একটি মানবজীবনে পরিণত হয়ে পড়বো, যেখানে আমাদের নিজেদের বলার মতো কোনও সত্তাই থাকবে না।

মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যে আমাদের বাড়ির দরজা-জানালা সবসময় বন্ধ রাখা উচিত নয়, যাতে বাইরের হাওয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকতে পারে। তবে, বাড়ির ভিত্তি এতটাই মজবুত হতে হবে যে, বাইরের কোনও সংস্কৃতি আমাদের ঘর ভেঙে ফেলতে বা সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দিতে না পারে। এই

উক্তির ব্যাখ্যা এমনভাবে করা যায় যে, আমাদের মনে অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য জানালাগুলি খোলা রাখতে হবে, তবে একইসঙ্গে আমাদের ভিত্তি এতটা দৃঢ় হওয়া উচিত যে, আমরা সম্পূর্ণ নতুন সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে না যাই এবং একটি পারস্পরিক উপভোগ্য ও সদ্ভাবপূর্ণ সাংস্কৃতিক মিশ্রণের জন্য কাজ করতে পারি।

তথ্যসূত্র:

১. Bokova, I. (2010). Daily Nation, Kenya

২. Banjo, A. O. (1991). Library and Information Services in a Changing World: An African Point of View. International Library Review, 23, 103-110. Retrieved from http://doi.org/10.1016/0020-7837(91)90016-S.

৩. Chibuzor, L., & Ngozi, E. (2009). The role of public libraries in the preservation of cultural heritage in Nigeria: Challenges and strategies. Journal of Applied Information Science and Technology, 3, 46-50. Retrieved from https:www.jaistonline.org/vol2_2k09.html

৪. Ekwelem, V. O.; Okafor, V. N. & Ukwoma, S. C., (2011). Preservation of Cultural Heritage: The Strategic Role of the Library and Information Science Professionals in South East Nigeria. Library Philosophy and Practice (e-journal). 562. https://digitalcommons.unl.edu/libphilp

৫. Ezeani, C. N., & Ezema, I. J. (2009, July). Digital preservation of the cultural heritage of University of Nigeria Nsukka: Issues and current status. In Nigerian Library Association (Ed.). 47th Annual National Conference and AGM 2009, Ibadan: Proceedings, (pp. 19-26).

৬. Hughes, L. (2004). Digitization of collections: Sterategic issues for the information manager. London: Facet Publishing.

৭. Jones, T. (2001). An introduction to digital projects for libraries, museums, & Archives. Retrieved from http://images.library.uiuc.edu\resources\introduction.htm.

৮. Lynch, C. (2002). Digital Collections, Digital Libraries and the Digitization of Cultural Heritage Information. First Monday, 7(5). https://doi.org/10.5210/fm.v7i5.949

৯. Omekwu, C. O. (2006). African culture and libraries: the information technologychallenge. The Electronic Library 24(2).243-264

১০. Roa, P. A. (2010). Whither Cultural Heritage Preservation Forum for Urban Future in South-East Asia, Phillipines

১১. Sekler, E. (2001). Sacred spaces and the search for authenticity in the Kathmandu Valley. In I. Serageldu, E. Shluger, J. Martin-Brown (Eds.), Historic cities and sacred sites: Cultural roots for urban futures. Washington DC: The World Bank.

১২. Valley, In Serageldu, I., Shluger, E., & Martin-Brown, J. (Eds). Historic Cities and sacred Sites: Cultural roots for urban Futures. Washigton DC: Teh World Bank

১৩. World book encyclopedia. (2004). Culture Chicago: World Book Inc.

TI **TECTONICS INDIA** (SSI Unit)
Regd. Off.: 17/8/6/2 Canal West Road, Kolkata-9
Mob. : 9831845313, 9339860891, 9874723355,
Ph.: 2351-4757 / 2352-5390 / 7044215532
Email : tectonics_india@yahoo.co.in
Website : www.tectonicsindia.co.in

* Library Equipments/ Materials
* All type laboratory manufacturer (Chemistry, Geography, Botany etc.)
* MFG.: Library Rack, Almirah, Newspaper, Paper Stand, Fumigation chamber, Periodical display board, Catelogue, Card Cabinet, Wooden & Steel Bench. Reading Table Book Trolly etc.

Conference / Seminar Hall / Dias and seating arrangement
Compact hall construction / all interior for the institution.

আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগার এবং ক্যালিমাকাসের ‘পিনাকস’ — একটি প্রাচীন গ্রন্থাগারের জ্ঞান সম্পদ অনুসন্ধানের চাবিকাঠি

ডঃ সুবল চন্দ্র বিশ্বাস*

গ্রন্থাগারিক, ডঃ বি. সি. রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর

(প্রাক্তন অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)

পিথাগোরাস থেকে ইউক্লিড, হোমার থেকে সোফোক্লিস, এবং প্লেটো থেকে অ্যারিস্টটল, প্রাচীন গ্রিসের পণ্ডিত, কবি, নাট্যকার এবং দার্শনিকরা গভীরভাবে পশ্চিমী সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছেন। পাশ্চাত্যের বেশিরভাগ বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং দর্শন, এবং তাদের সংগঠিত করার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলির শিকড় প্রোথিত আছে প্রাচীন এই সময়কালে।

ম্যাসেডোনিয়ার রাজা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে গ্রিস এবং পরিচিত বিশ্বের অনেকটাই জয় করেছিলেন। তাঁর বিজয় অভিযানের ফলশ্রুতিতে, গ্রিক সংস্কৃতির সর্বাধিক গতিশীল কেন্দ্রগুলি তাই মূল গ্রিস ভূখণ্ডের বাইরেই অবস্থিত ছিল। প্রাচীন মিশরে নীল নদের বদ্বীপ অঞ্চলে তিনি গ্রিক সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্যের একটি নিদর্শন স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন। সেটি ছিল প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়া নগর, যা আলেকজান্ডার স্বয়ং ৩৩১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং নিজের নামে তার নামকরণ করেছিলেন। ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের মৃত্যুর পর, তার সাম্রাজ্য তিনটি অংশে বিভক্ত হয়েছিল। অ্যান্টিগোনিডরা গ্রিসকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল, সেলিউসিডরা এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার বেশিরভাগ অংশ শাসন করেছিল এবং টলেমিরা মিশরে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের পর মিশরে রাজা প্রথম টলেমি’র (৩০৫-২৮২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ; যিনি Ptolemy, the Soter, অর্থ the Saviour বা ‘রক্ষাকর্তা’, নামেও পরিচিত) প্রয়োজন ছিল তাঁর শাসনের জন্য একটি নৈতিক ভিত্তি তৈরি করা। তাই আলেকজান্ডারের সাথে তাঁর নিজের ঘনিষ্ট সম্পর্কের কথা প্রচার করে তিনি নিজের অবস্থানকে বৈধ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন। কথিত আছে তিনি আলেকজান্ডারের মৃতদেহ চুরি করেছিলেন এবং আলেকজান্দ্রিয়া শহরে সমাধিস্থ করার জন্য তা মিশরে এনেছিলেন। টলেমি, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের বন্ধু এবং একজন ইতিহাসবিদ ছিলেন। তিনি আলেকজান্ডারের বিজয় অভিযানের একটি বিবরণও লিখেছেন। টলেমি শুধুমাত্র একজন বীর যোদ্ধা এবং একজন বিচক্ষণ শাসকই ছিলেন না, তিনি একজন বুদ্ধিজীবীও ছিলেন। সকলপ্রকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ কার্যকলাপে উৎসাহ প্রদান এবং সৃজনশীল শিল্পীদের অদৃষ্টপূর্ব পৃষ্ঠপোষকতার কাজে তিনি সাফল্য অর্জন করেন। এইভাবে তিনি নিজেকে আলেকজান্ডারের সাথে একটি রাজনৈতিক এবং রাজবংশীয় যোগসূত্রে আবদ্ধ করেন, এবং মিশরের গ্রিক অধিবাসীদের সাথে তাদের নিজস্ব গরিমাময় গ্রিক অতীতের একটি সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপন করতে সফল হ’ন।[১]

রাজা প্রথম টলেমি আলেকজান্দ্রিয়া নগরে একটি গ্রন্থাগার তথা সংগ্রহশালাও প্রতিষ্ঠা করেন, যা ইতিহাসে প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগার নামে পরিচিতি লাভ করেছে। তবে এর আসল প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ফ্যালেরনের ডেমেট্রিয়াস (Demetrius of Phaleron)। গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে, ডেমেট্রিয়াস তার নিজস্ব প্রচুর প্রকাশনা এবং অ্যারিস্টটল ও থিওফ্রাস্টোসের (দার্শনিক প্রধান হিসাবে অ্যারিস্টটলের স্কুলের উত্তরসূরি) সাথে ঘনিষ্ঠতার কারণে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ক্যাসান্ডারের শাসক (রিজেন্ট) হিসেবে এক দশক স্বৈরাচারীভাবে এথেন্স শাসন করে, ৩০৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যখন পিরাউস অ্যান্টিগোনিড বাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ হয়, ডেমেট্রিয়াস তখন অ্যাটিকা থেকে পালিয়ে এসেছিলেন এবং তাকে নির্বাসনে যেতে হয়। রাজা প্রথম টলেমি তাকে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান করেন। ডেমেট্রিয়াস বসতি স্থাপন করেন আলেকজান্দ্রিয়ায়, একটি নতুন শহর যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মাত্র অল্প কিছুকাল পূর্বে। ডেমেট্রিয়াস আলেকজান্দ্রিয়াকে এথেন্সের একটি প্রতিরূপ হিসাবে তার রূপান্তরের পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, যেটি রাজার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদিত হয়েছিল। যেহেতু ডেমেট্রিয়াস তার স্বাধিকারেই একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে তিনি এথেন্সের

* দূরভাষ - ৯৩৮২৫ ৭২৬১০

অ্যারিস্টোটেলিয়ান লিসিয়ামের (Aristotelian Lyceum) ন্যায় একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান আলেকজান্দ্রিয়ায় গড়ে তোলার জন্য তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন এবং একইভাবে সেটিকে 'মিউজেস' (Muses) নামে পরিচিত শিল্পকলার নয়জন ঐশ্বরিক মহিলা পৃষ্ঠপোষকদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন। তদনুসারে, সমগ্র মন্দির পরিসরটি Mouseion (ইংরেজিতে Museum, বাংলায় যাদুঘর বা সংগ্রহশালা) নামে পরিচিত ছিল।[২] যদিও এটি প্রথম টলেমি (সোটার), না তাঁর পুত্র দ্বিতীয় টলেমি (ফিলাদেলফস)-এর শাসনকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা নিয়ে কিছু দ্বিমত আছে। তবে খুব সম্ভবত এটি প্রথম টলেমির অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং টলেমি ফিলাদেলফসের রাজত্বকালে বিকশিত হয়েছিল। যাই হোক না কেন, সংগ্রহশালা এবং এর গ্রন্থাগারের উন্নয়নে মৌলিক ভূমিকা ছিল রাজপ্রাসাদের প্রতিপত্তি এবং প্রভাবের। এই সংগ্রহশালা এবং গ্রন্থাগারের মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক ছিল? ব্যাপকভাবে এই ধারণাই প্রচলিত যে, এই সুবিশাল গ্রন্থাগারটি কেবলমাত্র সংগ্রহশালার পণ্ডিতদের জন্য সংরক্ষিত ছিল, ঠিক যেমন একটি বৈজ্ঞানিক বা শৈক্ষিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত অনেক আধুনিক গবেষণা গ্রন্থাগারের প্রবেশাধিকার সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ থাকে। তবে আনুষঙ্গিক প্রমাণের ভিত্তিতে এই ধারণাটিকে শুধুমাত্র একটি অনুমান বলা যায়। বর্তমানে আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারকেই প্রাচীনকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার রূপে গণ্য করা হয়। শুরু থেকেই এই গ্রন্থাগারের পরিচালকদের প্রচেষ্টা ছিল এটিকে অদৃষ্টপূর্ব একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তোলা। ফলত একথা বলা যেতে পারে যে এর নিয়তিই ছিল ক্রমশ ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের একটি অনন্য বৌদ্ধিক কেন্দ্র হয়ে ওঠা, যা সারা বিশ্ব থেকে পণ্ডিতদের একত্রিত করে একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীতে পরিণত করবে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে প্রথম টলেমি বিশাল প্যাপিরাস স্ক্রোল[৩] (scroll) সংগ্রহ সম্বলিত একটি গ্রন্থাগার পণ্ডিতদের সরবরাহ করেছিলেন, যাতে তাঁরা জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্বেষণের দায়িত্ব সুচারুরূপে নির্বাহ করতে পারেন। একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, আলেকজান্দ্রিয়ায় কলা ও বিজ্ঞানের পুষ্পকে প্রস্ফুটিত করার উদ্দেশ্যই ছিল মিশরের উপর ম্যাসেডোনিয়ান-গ্রিক রাজবংশের শাসনকে ন্যায্যতা দেওয়া এবং তা ছিল আক্ষরিক অর্থেই একটি সাংস্কৃতিক নীতির প্রকাশ।[৪]

যেহেতু বর্তমানে আর কোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণই অবশিষ্ট নেই, এই গ্রন্থাগারটি কেমন ছিল তা কেবলমাত্র কয়েকটি লিখিত বিবরণে পাওয়া ইঙ্গিত থেকেই সংগ্রহ করা যায়। এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহে কিন্তু কোন তথাকথিত বই ছিল না, বরং ছিল স্ক্রোল। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের সূচনা হওয়ার সময়, লেখা ও রচনার বিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল। লিখিত শব্দ মাটির টালিতে (clay tablet) খোদাই করা থেকে সেই উপাদানের দিকে চলে গিয়েছিল যা পরে প্যাপিরাস নামে পরিচিতি লাভ করে। প্যাপিরাস নামটি এসেছে সাইপেরাস প্যাপিরাস (cyperus papyrus) থেকে, যা কিনা একটি হোগলা জাতীয় জলতৃণ বিশেষ। নীল নদের বদ্বীপের তীরে এবং অববাহিকা অঞ্চলে উদ্ভিদটি একসময় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। নীল নদ আফ্রিকা মহাদেশের দীর্ঘতম নদী, এগারোটি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হ'ল তানজানিয়া, উগান্ডা, সুদান প্রজাতন্ত্র, এবং মিশর। মিশরের মধ্য দিয়ে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় নদীর উত্তর অংশ। রাজধানী শহর, কায়রো, তার তীরে অবস্থিত। সেখান থেকে এটি নীল বদ্বীপ গঠন করে এবং মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার অভিমুখে প্রবাহিত হয়।

এক সময়ে, প্যাপিরাস এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত যে তা থেকে বিভিন্ন শিল্পকর্ম প্রস্তুত করা হ'ত — যেমন পোশাক, মাদুর, নৌকা, এবং, অবশ্যই, বই (যদি স্ক্রোলকে আমরা একটি বইয়ের প্রাথমিক রূপ হিসাবে গণ্য করি)। প্যাপিরাস থেকে তৈরি করা পাণ্ডুলিপি সস্তা এবং তা তৈরি করাও সহজ ছিল। প্যাপিরাসের উৎপাদন সস্তা হলেও, সংরক্ষণ করা কিন্তু কঠিন ছিল। একটি রচনা সম্পূর্ণ হওয়ার পর, প্যাপিরাস স্ক্রোলটি অনিশ্চিতভাবে গাদার মধ্যে স্তূপীকৃত করে রাখা হ'ত। যেহেতু প্রাচীন উৎসগুলি একে অপরের থেকে অনেকটাই ভিন্ন মত পোষণ করে, তাই আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগার সম্পর্কে সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হ'ল তার সংগ্রহের আকার এবং তাদের সত্তা নির্ধারণ করা। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের মতে সংগ্রহের আকার ৪,০০,০০০ থেকে ৭,০০,০০০ স্ক্রোলের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। এটা অদ্ভুত শোনালেও, কিন্তু এই সংখ্যা (উচ্চতর পরিমাপ সহ), অনেক আধুনিক পণ্ডিতরাও মেনে নিয়েছেন। যদিও একথা সত্য যে ''আধুনিক তালিকা প্রণয়ন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে, প্রাচীন গ্রন্থাগারিকরা যতই যত্নবান হোন না কেন, তাদের সংগ্রহ গণনা করার সময় বা সাধনী খুব কমই ছিল''।[৫] সম্ভবত টলেমিয় শাসকদের (বিশেষ করে তৃতীয় টলেমি ইউরেগেতিস,

২৪৬-২২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) বইয়ের প্রতি অত্যাগ্রহ সম্পর্কে কিছু প্রাচীন গল্প এই সংগ্রহ সংখ্যা মেনে নেওয়ার জন্য দায়ী। তাই সমগ্র প্রেক্ষাপটটি বিবেচনা করে দেখলে একথা অনুধাবন করা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে তার উন্নতির শীর্ষকালে আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের সংগ্রহে প্রায় ৫,০০,০০০ প্যাপিরাস স্ক্রোল ছিল।[৬] দ্বিতীয় টলেমি গ্রিক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বই কেনার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন। যখনই আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে কোন জাহাজ মাল খালাস করার জন্য নোঙর করতো, তখনই তাতে থাকা বইগুলি অনুলিপি করে নিয়ে সেই অনুলিপিগুলি তাদের মালিকের কাছে ফেরত দিয়ে মূল বইগুলিকে আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারে রেখে দেওয়া হ'ত। শোনা যায় যে, যখন একটি বিশাল দুর্ভিক্ষ গ্রিসের রাজধানী এথেন্সকে প্রভাবিত করেছিল, দ্বিতীয় টলেমি শহরটিকে সাহায্য করেছিলেন শুধুমাত্র এই শর্তে যে অ্যাথেনিয়রা তাকে এসকিলাস, সোফোক্লিস এবং ইউরিপিডিসের রচিত ট্র্যাজেডিগুলির মূল পাঠগুলি ধার দেবে। পরিবর্তে অ্যাথেনিয়রা জামিন হিসাবে তার কাছে ১৫ জন প্রতিভাবান ব্যক্তি চেয়ে পাঠগুলির নিরাপদ প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মূলগুলি কখনই ফেরত দেওয়া হয়নি। এই গ্রন্থাগারের মূল্যবান সম্পদের মধ্যে অন্যতম ছিল অ্যারিস্টটলের বই সংগ্রহ। গ্রন্থাগারটি দুটি পৃথক বিভাগ নিয়ে গঠিত ছিল। বৃহত্তর বিভাগটির অবস্থিতি ছিল রাজপ্রাসাদের একটি অংশে, যেখানে প্রায় পাঁচ লক্ষ স্ক্রোল রক্ষিত ছিল। অবশিষ্ট স্ক্রোলগুলি, সংখ্যায় প্রায় চল্লিশ হাজার, রাখা থাকতো সেরাপিস মন্দির (Temple of Serapis) সংলগ্ন একটি পরিসরে।[৭] একটি স্ক্রোলের আকার সাধারণত বেশ ছোট হ'ত। মহাকবি হোমার একাই তাঁর রচিত মহাকাব্যদ্বয়, ইলিয়াড (iliad) এবং ওডিসি (Odyssey)-র জন্য কমপক্ষে ২৪টি স্ক্রোল ব্যবহার করেছিলেন।

যাইহোক, আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের প্রারম্ভিক গ্রন্থাগারিকরা কিন্তু একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। আর তা হ'ল স্ক্রোল সংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে, গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষকরা কিভাবে তাক থেকে তাদের প্রার্থিত স্ক্রোলটিকে খুঁজে বের করবেন। এর পূর্বেও গ্রন্থাগার সূচি তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রাচীনতম উদ্যোগটি ছিল খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর। অ্যাসিরিয়ার রাজা আশুরবানিপালের রাজকীয় গ্রন্থাগার — যার সংগ্রহে ছিল মোট ৩০,০০০ মাটির টালি — সেগুলিকে টালির আকার অনুসারে সংগঠিত এবং বিষয় অনুসারে ভাগ করা হয়েছিল। এমনকি আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারেও এমন একটি প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। প্রথম প্রধান গ্রন্থাগারিক, ইফিসাসের জেনোডোটাস (Zenodotus of Ephesus), গ্রন্থাগারের ক্রমবর্ধমান সংগ্রহকে একটা সংগঠিত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। একটি সূত্র অনুসারে ''স্ক্রোলগুলি ছিল সংগ্রহ তালিকাভুক্ত (inventory) এবং তারপরে বর্ণানুক্রমিকভাবে সংগঠিত। প্রতিটি স্ক্রোলের শেষে লাগানো একটি চিরকুট (tag) নির্দেশ করতো তার লেখক, আখ্যা, এবং বিষয়। এই তিনটি শ্রেণিই পরবর্তীকালে প্রথাগত পত্রক সূচি (card catalogue)-র সংজ্ঞা নির্ধারণ করে এবং এখনও গ্রন্থাগার সূচিকরণের ভিত্তিপ্রস্তর।''[৮]

যদিও এটি একটি সঠিক লক্ষ্যে পদক্ষেপ ছিল, তবু একটি আরও বিস্তারিত সূচিকরণ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। সাইরিনের ক্যালিমাকাস (Callimachus of Cyrene), যিনি একজন দক্ষ কবি হিসাবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তিনি কাজটি গ্রহণ করেন। তিনি Pinakes ton en pase paydeia dialampsanton kai hon synegrapsan (ইংরাজি অনুবাদে Tables of Those Who Were Outstanding in Every Phase of Culture, and Their Writings; বাংলায় যার অর্থ, ''যারা সংস্কৃতির প্রতিটি পর্যায়ে নিজেদের বিশিষ্টরূপে চিহ্নিত করেছেন তাঁদের এবং তাঁদের রচনার তালিকা'') নামে একটি বিস্তারিত স্ক্রোল সূচি সংকলন করেন, যেটি সংক্ষেপে পিনাকস (Pinakes, যার অর্থ 'তালিকা') নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। এটিকে অস্বীকার করার মতো খুব কম ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাই আধুনিক যুগেও পিনাকসকে বিশ্বের প্রথম পরিশীলিত গ্রন্থ সূচি রূপে গণ্য করা যেতে পারে।

ক্যালিমাকাস ছিলেন প্রাচীন গ্রিক যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী কবি, পণ্ডিত, গ্রন্থাগারিক, এবং পরিশীলিত আলেকজান্দ্রিয়ান কবিতা স্কুলের অন্যতম প্রখ্যাত প্রতিনিধি। তিনি পুরানো গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলির ধ্রুপদী দুনিয়া থেকে উত্তর আফ্রিকার টলেমিয় আলেকজান্দ্রিয়ার নতুন ভিত্তিতে উত্তরণের সমকালীন ছিলেন — এটি এমন একটি মহানগর যা সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল জুড়ে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল।[৯] ক্যালিমাকাস ছিলেন এমন একজন সমাজরীতিঅনীহ (non-conformist) ব্যক্তি, যাঁর গ্রিক এবং রোমান কাব্যের গতিপ্রকৃতির উপর মৌলিক প্রভাব ছিল।

ক্যালিমাকাসের জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য খুবই নগণ্য, এবং প্রাচীন শংসাপত্ররূপে যেটুকু পাওয়া যায় তার

বেশির ভাগটাই ক্যালিমাকাসের লেখার উপর অনুমানভিত্তিক। আর যা জানা যায় তা প্রাথমিকভাবে মধ্যযুগীয় (১০ম শতাব্দী) গ্রিক অভিধান সুদা (Suda, পূর্বে Suidas নামে পরিচিত ছিল) থেকে (যার সবটাই আবার নির্ভরযোগ্য নয়) এবং অন্যান্য প্রাচীন সূত্রের সীমিত উল্লেখ থেকে।[১০] তাঁর জন্ম হয় আনুমানিক ৩০৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে উত্তর আফ্রিকার সাইরিন নামক স্থানের এক খ্যাতনামা গ্রিক পরিবারে। এই স্থানটি বর্তমানে লিবিয়ার অন্তর্গত এবং শাভাত নামে পরিচিত। ক্যালিমাকাসের বংশবৃত্তান্ত নিয়ে বেশ কিছু বিভ্রান্তি আছে।[১১] তিনি নিজেকে সাইরিনিয়ান বলে পরিচয় দিতেন এবং খ্রিষ্টপূর্বাব্দ সপ্তম শতকে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন গ্রিক নগর সাইরিন-এর পৌরাণিক প্রতিষ্ঠাতা 'বাত্তিয়াদেস' (যার অর্থ ''বাত্তোস-এর পুত্র'') বলে বর্ণনা করেছেন। আরও বলেছেন যে তাঁর পিতামহ, যাঁর নামও ছিল ক্যালিমাকাস, সম্ভবত সাইরিনিয় সামরিক বাহিনীর একজন জেনারেল ছিলেন। ক্যালিমাকাসের একজন প্রপিতামহকে অ্যানিসেরিস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যিনি একটি উপাখ্যান অনুসারে, অলিম্পিক গেমস একাডেমির চারপাশে তার রথ চালিয়ে প্লেটোকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন। অ্যানিসেরিস অবশ্যই যথেষ্ট সম্পদের অধিকারী ছিলেন কারণ তিনি সাইরাকুজ (Syracuse)-এর ডায়োনিসিয়াস থেকে প্লেটোকে মুক্তিপণ দিয়েছিলেন বলেও বলা হয়েছিল।[১২] তাঁর মারে নাম ছিল মেগাতিমা। ক্যালিমাকাসের বোন, তাঁরও নাম মেগাতিমা, একটি উচ্চ-পদস্থ সাইপ্রিয়ট পরিবারে বিয়ে করেছিলেন বলে মনে হয়। সুদা থেকে জানা যায় ক্যালিমাকাস স্বয়ং সাইরাকুজের একজন মহিলাকে বিবাহ করেন।

সম্ভবত এথেন্সে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর, ক্যালিমাকাস তদানীন্তন মিশরের টলেমিয় রাজাদের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ায় চলে আসেন। সেখানেই তাঁর শিক্ষা সম্পন্ন হয়। বেশ কয়েকটি সূত্র থেকে জানা যায় যে প্রারম্ভিক জীবনে তিনি শহরের বাইরের একটি গ্রাম, এলিউসিসের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করেন। কিন্তু অ্যালান ক্যামেরনের মতে, এটি সম্ভবত সত্যি নয়, কারণ কাউকে প্রাথমিক শিক্ষকরূপে অভিহিত করা আসলে প্রাচীন গ্রিক এবং রোমান উভয় সভ্যতায় অপমান বলে গণ্য করা হ'ত।[১৩] প্রভাবশালী একটি সাইরিনিয় পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে ক্যালিমাকাস মিশরের রাজা দ্বিতীয় টলেমি ফিলাদেলফসের (২৮২-২৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি রাজার একজন ''যুব সভাসদ'' হ'ন এবং সেকালে গ্রিক দুনিয়ার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারে কর্মে নিযুক্ত হ'ন। তাঁর জীবনকাল কমবেশি মিলে গেছে তাঁর পৃষ্ঠপোষক, দ্বিতীয় টলেমির রাজত্বকালের সাথে, এবং যা প্রসারিত হয়েছিল তৃতীয় টলেমির শাসনকাল পর্যন্ত।

ক্যালিমাকাসের সম্ভাব্য বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন সাইরিনের ইরাটোস্থেনিস (Eratosthenes of Cyrene), বাইজেন্টিয়ামের অ্যারিস্টোফেনিস (Aristophanes of Byzantium) এবং রোডসের অ্যাপোলোনিয়াস (Apollonius of Rhodes)। ক্যালিমাকাস কখনই আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের প্রধান ছিলেন না, যদিও এটি প্রায়শই দাবি করা হয়। তবে তিনি অ্যাপোলোনিয়াসের শিক্ষক হতে পারেন, যিনি জেনোডোটাসে পরে আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের প্রধান গ্রন্থাগারিক (খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী) নিযুক্ত হ'ন। অ্যাপোলোনিয়াসের সাথে ক্যালিমাকাসকে প্রায়শই উল্লেখ করা হয় একটি সাহিত্যিক কলহের কারণে যা শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ এবং তিক্ত ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের রূপ পরিগ্রহণ করে। যেখানে অ্যাপোলোনিয়াস মহাকাব্যের হোমারিয় ঐতিহ্যের (পরিবর্তিত আকারে) কার্যক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন, সেখানে ক্যালিমাকাস সংক্ষিপ্ত এবং অত্যন্ত মার্জিত, আরেকজান্দ্রিয়ান সময়ের সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন, পাণ্ডিত্যপূর্ণ আধুনিক কবিতার পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন। এই দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ উদ্দীপক আইবিস শৈলীর কবিতার জন্ম হয়, পরে যশস্বী রোমান কবি ওভিড (৪৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ-১৭/১৮ খ্রিষ্টাব্দ) তাঁর নিজের কবিতার একই নামে নামকরণ করেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ অ্যাপোলোনিয়াস বিশ্বাসঘাতক হিসাবে চিত্রিত এবং নিন্দিত হ'ন।[১৪] অক্সিরিংখস (Oxyrhynchus) নামক স্থান থেকে প্রাপ্ত একটি প্যাপিরাস খণ্ড, যাতে আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের প্রথম দিকের প্রধান গ্রন্থাগারিকদের তালিকা পাওয়া গেছে, তাতে জানা যায় যে টলেমি দ্বিতীয় ক্যালিমাকাসকে কখনই প্রধান গ্রন্থাগারিকের পদটি প্রদান করেননি, বরং অ্যাপোলোনিয়াসকেই দায়িত্বটি দেন। পিটার গ্রিন সহ কিছু ক্লাসিস্টরা অনুমান করেন যে এক্ষেত্রে অবদান ছিল কবিদের এই দীর্ঘ দ্বন্দ্বের।[১৫] ক্যালিমাকাস এবং অ্যাপোলোনিয়াসের মধ্যে এই তথাকথিত বিরোধের ব্যাপারটাও চাঞ্চল্যকর ছিল বলে মনে হয় এবং এটি তাদের কাজের টুকরো টুকরো ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, কারণ তাদের উভয়ের

জীবন সম্পর্কেই অনেক কিছুই জানা যায়নি। অ্যাপোলোনিয়াসের পর ইরাটোস্থেনিস (২৭৬-১৯৫ খ্রিঃ পূর্বাব্দ) প্রধান গ্রন্থাগারিক হিসাবে নিযুক্ত হ'ন, যিনিও সম্ভবত ক্যালিমাকাসের ছাত্র ছিলেন। ইরাটোস্থেনিসের আরও একটি পরিচয় ছিল। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত ভূগোলবিদ, যিনি সর্বপ্রথম নির্ভুলভাবে পৃথিবীর উত্তর থেকে দক্ষিণের পরিধি পরিমাপ করেছিলেন।[১৬]

ক্যালিমাকাসের সর্বাধিক আলোচিত কৃত্য হ'ল পিনাকস। এটি ছিল প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারে সংগৃহিত গ্রিক লেখকদের রচনার একটি বিস্তারিত সমালোচনামূলক এবং জীবনীসংক্রান্ত গ্রন্থপঞ্জিয় সমীক্ষা। তিনিই প্রথম পরিচিত গ্রন্থপঞ্জিকার এবং পণ্ডিত যিনি আনুমানিক ২৪৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে লেখক এবং বিষয় অনুসারে গ্রন্থাগারের সংগঠন করেছিলেন। পিনাকসের মোট ১২০টি খন্ড (volume) ছিল। আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের চূড়ান্ত ধ্বংসের মধ্য থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে এর বিক্ষিপ্ত উল্লেখসহ পিনাকসের মাত্র কয়েকটি টুকরো (fragment) রক্ষা পেয়েছিল। ক্যালিমাকাসের পিনাকসের টিকে থাকা টুকরোগুলি প্রথম ছাপা হয় ১৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত Hymni, epigrammata et fragmenta শীর্ষক গ্রন্থে।[১৭] এতে ইজেচিয়েল স্প্যানহেইমের ৭৫৮ পৃষ্ঠার সুদীর্ঘ ভাষ্যসহ ইংরেজ ধর্মতাত্ত্বিক, শাস্ত্রীয় পণ্ডিত এবং সমালোচক রিচার্ড বেন্টলি'র সংগৃহীত ৪২০টি টুকরোর ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। ক্যালিমাকাসের কাজের ৮২৫টি বিদ্যমান টুকরোর মধ্যে, মাত্র ২৫টি পিনাকসের টুকরো পেইফার তার ক্যালিমাকিয়ান সংস্করণে সংগ্রহ করেছেন, যার বেশিরভাগই প্রাচীন লেখকদের দ্বারা নিছক তির্যক উল্লেখ, প্রকৃত উদ্ধৃতি নয়।[১৮] আমরা এমনকি জানি না একটি প্রকাশনার জন্য পিনাকসকে আদৌ সম্পাদনা করা হয়েছিল কিনা, এবং হলেও খুব সম্ভবত সেগুলিও সম্পূর্ণ ছিল না।

প্যাপিরাস স্ক্রোলগুলিকে তাদের বিষয়বস্তু অনুযায়ী একসাথে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছিল এবং এক-একটি আধারে (bin) প্রতিটি শ্রেণিভুক্ত স্ক্রোলগুলিকে সংরক্ষণ করা হ'ত। সঞ্চিত স্ক্রোলগুলির আধারের গায়ে ঝোলানো আঁকা ফলক একটি লেবেল বহন করতো। এই ফলকগুলির নামানুসারে পিনাকসগুলির নামকরণ করা হয়েছিল এবং সেগুলিই ছিল নির্দেশী তালিকার একটি সেট। আধারগুলি থেকেই প্রতিটি স্ক্রোল সম্পর্কে গ্রন্থপঞ্জিয় তথ্য পাওয়া যেত।[১৯]

পিনাকসের এতো কম সংখ্যক টুকরো থেকেও আমরা কিছু সাধারণ নীতিমালা পুনরুদ্ধার করতে পারি যা ক্যালিমাকাসকে তাঁর কাজে পথনির্দেশ করেছিল: ১) তিনি গ্রিক লেখকদের কতকগুলি বর্গে বিভক্ত করেছিলেন এবং প্রয়োজনে সেগুলিকে আবার উপবর্গে (যেমন অলঙ্কারশাস্ত্র, আইন, মহাকাব্য, বিয়োগান্ত নাটক, প্রহসন, গীতিকবিতা, ইতিহাস, চিকিৎসা শাস্ত্র, গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং বিবিধ) বিভক্ত করেছিলেন; ২) বর্গ এবং উপবর্গের মধ্যে, সংলেখগুলিকে তিনি লেখকদের নামের বর্ণানুক্রমে সাজিয়েছিলেন; ৩) যখনই সম্ভব, লেখদের নামের সাথে তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংক্রান্ত তথ্য (যথা, লেখকের নাম, জন্মস্থান, পিতার নাম, কোন শিক্ষকের অধীনে প্রশিক্ষিত, এবং শিক্ষাগত পটভূমি) যোগ করেছেন; ৪) একজন লেখকের নামের অধীনে তিনি তার কাজের আখ্যাগুলিকে বিভিন্ন বিভাগ অনুযায়ী তালিকাভুক্ত করেছেন; ৫) প্রতিটি রচনার প্রথম ছত্র এবং তার ব্যাপ্তি, অর্থাৎ, পংক্তি সংখ্যা, বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার, লেখকের নাম, তাঁর অন্যান্য রচনার একটি তালিকা, স্ক্রোলের উৎস সম্পর্কে তথ্য, এবং সেইসাথে বিবরণের সত্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকলে তাও উল্লেখ করেছেন। ক্যালিমাকাস নাটকের ক্ষেত্রে প্লটের সারাংশও যোগ করেছেন।

একটি আধুনিক গ্রন্থাগারের নিরিখে ক্যালিমাকাসের গ্রন্থপঞ্জিয় পদ্ধতিগুলিকে অপ্রাসংগিক বলা যাবে না; পিনাকসের অবশিষ্ট আটটি টুকরোর বিশ্লেষণ দেখায় যে ক্যালিমাকাস,

১) লেখকদেরকে শ্রেণিতে এবং প্রতিটি শ্রেণির মধ্যে প্রয়োজনে উপশ্রেণিতে ভাগ করেছেন;

২) লেখকদের শ্রেণির বা উপশ্রেণির অভ্যন্তরে সংলেখগুলিকে বর্ণানুক্রমে সাজিয়েছেন;

৩) প্রতিটি লেখকের নামের সাথে যোগ করা হয়েছে (যদি সম্ভব) তাঁর জীবনীসংক্রান্ত তথ্য;

৪) একজন লেখকের নামের নীচে তাঁর রচনার আখ্যা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, একই ধরণের রচনাগুলিকে গোষ্ঠীতে একত্রিত করে (আটটি টুকরো থেকে এর বেশি অনুমান করা যায় না); এবং

৫) প্রতিটি রচনার প্রারম্ভিক শব্দের পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন

৬) তার ব্যাপ্তি, অর্থাৎ, লাইনের সংখ্যা।[২০]

পিনাকস গ্রন্থসংগ্রহের একটি তালিকা বা একটি সম্পূর্ণ সূচি ছিল না: এতে গ্রন্থাগারে সংগৃহীত একটি গ্রন্থের সমস্ত প্রতিলিপিগুলিকেও তালিকাভুক্ত করা হয়নি এবং একটি বই কীভাবে খুঁজে পাওয়া যায় তার কোন হদিসও দেয়নি — বাস্তবে বই অনুসন্ধানের জন্য গ্রন্থাগারিকের সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন হ'ত। পিনাকস নির্মিত হয়েছিল তালিকা প্রণয়নের পূর্বে বিদ্যমান পদ্ধতি (অ্যারিস্টটলের pinakes of poets সহ), বাছাইকরণ (যেমন, বিষয়ানুগ এবং কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত থিওফ্রাস্টাসের ডক্সোগ্রাফিসমূহ)[২১], এবং বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে, যে নীতিগুলি সম্ভবত ইতিমধ্যেই বোঝা গিয়েছিল, যদিও সেগুলি আগে কখনও এত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়নি।[২২] বিশেষজ্ঞরা পিনাকসকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন, যেমন সাহিত্য বিশ্বকোশ (literary encyclopedia), সাহিত্য বিষয়ক বহি বা খাতা (register of literary matter), সূচি জীবনীসমন্বিত পঞ্জিয় যুক্তিসম্মত সূচি (catalogue), জীবনীসমন্বিত পঞ্জিয় যুক্তিসম্মত সূচি (bio-bibliographical catalogue raisonne), পঞ্জি (bibliography), জীবনীসমন্বিত পঞ্জি (bio-bibliography), ইত্যাদি। এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে ক্যালিমাকাসের কাছে মনে হয় না তাঁর পিনাকসের জন্য কোন মডেল ছিল। তিনি নিজেই এই ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছিলেন। তাই ওলেসেন-ব্যাঙ্গিউ'র মতে পিনাকসকে সম্ভবত তার নিজস্ব একটি ধরন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করাই সবচেয়ে উপযুক্ত হবে, যেমন 'পিনাকোগ্রাফি'।[২৩]

পিনাকসকে কেবল আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের একটি সামগ্রিক সূচি হিসাবেও বিবেচনা করা যায় না। এর আখ্যা থেকেই এটা স্পষ্ট যে এটি একটি নির্বাচিত তালিকা, এবং আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে হয়, সমস্ত গ্রিক লেখকদের নয়, শুধুমাত্র তাঁদের যারা সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদেরকে বিশিষ্ট করে তুলেছেন। বিদ্যমান খণ্ডগুলো আরেকটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যকেও নির্দেশ করে। ক্যালিমাকাস কিন্তু বইয়ের তালিকা তৈরি করেননি, লেখক এবং তাদের কাজের তালিকা তৈরি করেছিলেন। এর অর্থ এই যে তাঁর পিনাকসের উদ্দেশ্য আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের প্রকৃত সংগ্রহকেও সম্ভবত ছাপিয়ে গিয়েছিল। যদি আমাদের একটি সাদৃশ্য আঁকতে হয়, তাহলে বর্তমানে ক্যালিমাকাসের কাজের সমতুল্য কাজ হতে পারে লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের অনলাইন সূচি বা ওসিএলসি (OCLC)-র ওয়ার্ল্ডক্যাট (WorldCat)।[২৪] তাছাড়া পিনাকসের খণ্ডগুলো দেখায় যে ক্যালিমাকাস শুধুমাত্র লেখকদের নাম এবং রচনার আখ্যা নয়, তাঁদের জীবনী সংক্রান্ত তথ্য, রচনার উদ্ভব এবং সত্যতা নিয়েও আলোচনা করেছেন, যা তাঁর সাহিত্য এবং বিজ্ঞান সম্পর্কিত গভীর জ্ঞানের কথা প্রকাশ করে এবং সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টারূপে বিবেচিত হয়। আমরা জানি না জ্ঞানের কতগুলি বিভাগের ধারণা ক্যালিমাকাস স্বয়ং করেছিলেন, কিন্তু আমরা অনুমান করতে পারি যে তিনি সর্বপ্রথম মানুষের জ্ঞানের প্রতিটি বিভাগকে শ্রেণিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন। ক্যালিমাকাস গ্রন্থাগারের সংগ্রহের একটি নির্ভরযোগ্য অভিগম্যতা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, এবং সেই কাজটি ছিল মূলত সাহিত্য সমালোচনামূলক।

এই জাতীয় বা অন্য ধরণের তালিকা আগেও তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু ক্যালিমাকাসের সারণীগুলিই প্রথম এতো বিস্তৃত ছিল। তাঁর এই অপরিসীম কাজের জন্য এবং সেই কাজে তাঁর ছাত্রদের সহায়তাও ধন্যবাদযোগ্য। তিনি গ্রিক ভাষার সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, এমনকি ব্যবহারিক সমস্ত রচনার (যেমন রন্ধন প্রণালীর বই) একটি পদ্ধতিগত উপস্থাপনা প্রদান করেছিলেন, যাকে কিনা এক ধরণের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সূচিরূপে গণ্য করা যেতে পারে। এই কাজটি তিনি সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন, কারণ, তিনি আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের প্রায় সমস্ত সংগ্রহ নিয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। পরিবর্তে, তিনি এই বিশাল সংগ্রহ অনুসন্ধানের একটি চাবিকাঠি তৈরি করেছিলেন। একটি অত্যাবশ্যক সূত্রনির্দেশী সাধনী (reference tool) তৈরি করেছিলেন, যার সাহায্যে ব্যবহারকারীরা যে কোন একটি নির্দিষ্ট রচনা এবং তার অবস্থান নির্ধারণ করতে পারতেন।[২৫]

সেই যুগের আলেকজান্দ্রিয়ার পণ্ডিতবর্গের মধ্যে (ক্যালিমাকাস বনাম ইরাটোস্থেনিস বনাম অ্যারিস্টোফেনিস) গ্রন্থাগারে সূচিকরণে কী পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে তা নিয়ে বিস্তর মতপার্থক্য এবং বিবাদ ছিল।[২৬] ইরাটোস্থেনিস ২৩৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এবং তার tetagmenos epi teis megaleis bibliothekeis বা 'বইয়ের তাকের মহান পরিকল্প' সংকলন করেন। ১৯৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইরাটোস্থেনিসের উত্তরসূরি

অ্যারিস্টোফেনেস পিনাকসের হাল নাগাদ করেন, যদিও এটাও সম্ভব যে তাঁর কাজ পিনাকসের পরিপূরক ছিল না, বরং তা ছিল ক্যালিমাকাসের কাজের বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে একটি স্বাধীন বিতর্ক বা মন্তব্য।[২৭] যাইহোক, একথা নিশ্চিত যে, পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে পিনাকস গ্রন্থাগারিকদের জন্য অপরিহার্য প্রমাণিত হয়েছে এবং সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সাংগঠনিক জ্ঞানের প্রতিরূপ হিসাবে গণ্য হয়ে এসেছে। মধ্যযুগীয় সংগ্রহসমূহের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব দেখা যায়, এবং এমনকি ইসলামের স্বর্ণযুগে রচিত ইবন আল-নাদিম (Muhammad ibn Ishaq Ibn al-Nadim, 932-995 AD)-এর কিতাব আল-ফিহরিস্ত (Kitab Al-Fihrist, meaning 'The Catalogue')-কে পিনাকস সরাসরি প্রভাবিত করেছিল। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে, যখন মেলভিল ডিউই তাঁর ডিউই দশমিক ব্যবস্থা আবিষ্কার করেন, বলতে গেলে তখনই এই শ্রেণিকরণ পদ্ধতির আধুনিকীকরণ হয়। পিনাকসকে তাই গ্রন্থপঞ্জির উৎসও বলা যেতে পারে।[২৮]

গ্রন্থপঞ্জিতে তাঁর অবদান ছাড়াও, ক্যালিমাকাস বইয়ের ইতিহাসে "mega biblion, mega kakon" (ইংরেজিতে big book, big evil বা বড় বই, বড় অশুভ) তাঁর এই বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যের জন্যও পরিচিত।[২৯] এই বিবৃতিটি তিনি দীর্ঘ মহাকাব্যের বিপক্ষে, তার রচিত ছোট গীতিকবিতা এবং সুগভীর কবিতার সমর্থনে লিখেছিলেন। এই উক্তির মধ্যে কী আমরা বর্তমানের অতিরিক্ত তথ্য ভারাক্রান্ত (information overload) সমাজের বিপক্ষে উচ্চারিত সাবধানবাণীর ছায়া দেখতে পাই না?

'সংগ্রহশালার জন্য আকর গ্রন্থের আশু প্রয়োজন বিবেচনায়, ক্যালিমাকাস, আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের সূচি (পিনাকস) ছাড়াও নৃবিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, পক্ষীবিদ্যা, এবং সাহিত্যের ইতিহাস ও সমালোচনাসহ অসংখ্য বিষয়ে যে বিশাল সংখ্যক আকর গ্রন্থ (আনুমানিক প্রায় ৮০০, যদিও এই সংখ্যাটি অতিরঞ্জিত হতে পারে) সংকলন করেন, তাদের দুটির আখ্যায় পিনাক্স (''তালিকা'') শব্দটি রয়েছে। যথা, Pinax and Chronological Register of Plywrights from the Beginning এবং Pinax of the Vocabulary and Writings of Democritus।[৩০]

উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন মিশরীয় প্যাপিরাসসমূহের আবিষ্কারগুলি থেকে ক্যালিমাকাসের খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে জানা যায়।[৩১] হোমার ব্যতীত অন্য কোন গ্রিক কবিকে এত ঘনঘন প্রাচীনকালের শেষপর্বের ব্যাকরণবিদরা উদ্ধৃত করেননি। তাঁকে অনেক রোমান কবি, বিশেষ করে ক্যাটুলাস এবং প্রোপার্টিয়াস এবং সবচেয়ে পরিশীলিত গ্রিক কবিরা যথা, ইউফোরিয়ন, নিক্যান্ডার এবং পার্থেনিয়াস থেকে ননস এবং খ্রিষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীতে তাঁর অনুসারীরা মডেল হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ক্যালিমাকাসের মৃত্যুর সঠিক তারিখ না জানা গেলেও, তাঁর রচিত কবিতার বিষয়বস্তু থেকে সিদ্ধান্ত করা হয় যে তিনি ২৪০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পর কোন এক সময়ে মারা যান। কেউ কেউ বলেন যে ক্যালিমাকাসের সমাধির পাশে নাকি অ্যাপোলোনিয়াসকেও সমাহিত করা হয়েছিল।

টীকা:

ক) স্ক্রোল হ'ল, মূলত প্যাপিরাসের দৈর্ঘ্যের আকারের একটি পাণ্ডুলিপি, যা সাধারণত গাঁটযুক্ত প্রান্তওয়ালা একটি শক্ত কাঠের লাঠির চারপাশে জড়ানো হ'ত। কখনও কখনও শনাক্তকরণের জন্য এর এক প্রান্তে একটি ভেলাম (vellum) চিরকুট সংযুক্ত করা হ'ত। প্রাচীনকালে, পাঠ্যগুলি পরপর আঠাযুক্ত একাধিক প্যাপিরাসের পাতের একটি অবিচ্ছিন্ন রোলের উপর স্তম্ভের আকারে লেখা হ'ত। তবে প্যাপিরাস ভাঁজ করলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।[৩]

খ) Doxography (ডক্সোগ্রাফি) একটি শব্দ যা বিশেষত ধ্রুপদী ইতিহাসবিদদের কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, এবং যা অতীতের দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করে। জার্মান শাস্ত্রীয় পণ্ডিত হারমান আলেকজান্ডার ডিয়েলস শব্দটি উদ্ভাবন করেছিলেন।[৩১]

তথ্যসূত্র:

১. Berti, Monica: Greek and Roman Libraries in the Hellenistic Age. In: *The Dead Sea Scrolls at Qumran and the Concept of a Library,* edited by Sidnie White Crawford and Cecilia Wassen. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2016; pp. 33-54. DOI: 10.1163/ 9789004305069_005.

২. Barnes, Robert: Cloistered Bookworms in the Chicken-Coop of the Muses: The Ancient Library of Alexandria. In *The Library of Alexandria: Centre of Learning in the Ancient World,* edited by Roy MacLeod. London: I.B.Tauris, 2004; pp. 61-77.

৩. Reitz, Joan M: *ODLIS: Online Dectionary for Library and Information Science.* Westport, CT: Libraries Unlimited, 2004-2014. https://odlis.abc-clio.com/.

৪. Erskine, Andrew: Life after Death: Alexandria and the Body of Alexander. *Greece & Rome,* 49(2), Oct. 2002, pp. 163-179. http://www.jstor.org/stable/826904.

৫. Delia, Diana: From romance to Rhetoric: The Alexandrian Library in Classical and Islamic Traditions, *The American Historical Review,* 97(5), Dec. 1992, pp. 1449-1467. https:// doi.org/10.2307/21

৬. Bellevue Univesity, Freeman/Lozier Library: Callimachus and the Pinakes — Library Beginnings. *More than Books* (Newsletter), 24(2), Sprink 2021. https:// blogs.bellevue.edu/library/index.php/2021/06/callimachus-and-the-pinakes-library-beginnings/

৭. Callimachus (c.305-c.240 B.C.): https:// www.widernet.org/pocketlibrary/mep/eGLibrary/www.kirjasto.sci.fi/callimac.html

৮. Library of Congress: *The Card Catalog: Books, Cards, and Literary Treasures.* San Francisco, Calif.: Chronicle Books, 2017.

৯. Dickinson College, Department of Classical Studies: Callimachus/Aetia. *Dickinson College Commentaries.* https:// dcc.dickinson.edu/callimachus-aetia/ callimachus.

১০. Witty, Francis J.: The Other Pinakes and Reference Works of Callimachus. *The Library Quarterly,* 43(3), Jul., 1973, pp. 237-244. https://doi.org/10.1086/620152.

১১. White, Stemphen A.: Callimachus Battiades (Epigr. 35). *Classical Philology,* 94(2), Apr., 1999, pp. 168-181. https:// www.jstor.org/stable/270557.

১২. Mark, Joshua J.: Callimachus of Cyrene. *World History Encyclopedia.* 17 July 2023 https://www.worldhistory.org./Callimachus_of_Cyrene/.

১৩. Cameron. Alan: *Callimachus and His Critics.* Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995.

১৪. YourDictionary: Callimachus. https:// biography.yourdictionary.com/callimachus.

১৫. Quantum Future Group: Event #5305: Callimachus, catalogued the library at Alexandria. https:// cof.quantumfuture group.org/event/5305.

১৬. Lasky, Kathryn: *The Librarian Who Measured trhe Earth.* Boston, Mass.: Little, Brown Books for Young Readers, 1994.

১৭. Graevius, Theodor (Theodorus) J. G. F., et al. (eds.): *Hymni, epigrammata et fragmenta.* 2 vols. Utrecht, 1697.

১৮. Pfeiffer, Rudolfus (ed): *Callimachus.* 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1946-53

১৯. Phillips, Heather A.: The Great Library of Alexandria: *Library Philosophy and Practice,* August 2010. https://unllib. unl.edu/LPP/phillips.htm.

২০. Blum, Rudolf: *Kallimachos: The Alexandrian Library and the Origins of Bibliography.* Translated from the German by Hans H. Wellisch. Madison, WI: The University of Wisconsin Press, 1991.

২১. Wikipedia: Doxography. 21 August 2024. https://en.wikipedia.org/wiki/Doxography

২২. Blair, Ann M.: *Too Much to Know: Managing Scholarly Information before the Modern Age.* New Haven, CT: Yale University Press, 2011.

২৩. Jacob, Christian: Fragments of a History of Ancient Libraries. In *Ancient Libraries,* edited by Jason Konig, Katerina Oikonomopoulou and Greg Woolf. Cambridge: Cambridge

University Press, 2013; pp. 57-81.

২৪. Olesen-Bagneux, O.: The Memory Library: How the Library in Hellenistic Alexandria Worked. *Knowledge Organization,* 41(1), 2014, pp. 3-13.

২৫. Casson, Lionel: *Libraries in the Ancient World.* New Haven, CT: Yale Nota Bene, 2001.

২৬. Slater, W. I.: Aristophanes of Byzantium on the Pinakes of Callimachus. *Phoenix,* 30(3), Autumn, 1976, pp. 234-241. https://www.jstor.org/stable/1087294.

২৭. Wikipedia: Pinakes. 22 February 2024. https://en.wikipedia.org/wiki/Pinakes.

২৮. Norman, Jeremy: Callimachus Produces the Pinakes, One of the Earliest Bibliographies. *HistoryofInformation.com,* https://www.historyofinformation.com/detail.php?id=136.

২৯. Quantum Future Group: *Op. cit.*

৩০. Witty, Francis J.: The Pinakes of Callimachus. *The Library Quarterly,* 28(2), Apr., 1958, pp. 132-136. Retrieved from https://doi.org/10.1086/618523.

৩১. Encyclopedia Britannica: Callimachus https://www.britannica.com/print/article/89966.

।। ছাত্র সংযোগ উপসমিতির সভা।।

৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ শনিবার বিকেল পাঁচটায় পরিষদের মূল ভবনে নবগঠিত (২০২৪-২০২৬) সমিতির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের কর্মসচিব, সহ কর্মসচিব, উক্ত কমিটির আহ্বায়ক সহ বর্তমান ও প্রাক্তন ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় পরিষদের আসন্ন শতবর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সহ পুনর্মিলন উৎসব এবং উক্ত কমিটি থেকে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্টারি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ পরিষদের বিভিন্ন কাজ, ভবন সাজানো ইত্যাদিতে যথাসম্ভব যুক্ত থাকার বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া ঠিক হয় প্রতি শনিবার কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হবে।

আহ্বায়ক — ছাত্র সংযোগ উপসমিতি

পরিষদ কথা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

২০২৪-২০২৬

কর্মকতা, কার্যনির্বাহী সমিতি ও কাউন্সিল সদস্য এবং বিভিন্ন উপসমিতি

কর্মকর্তাঃ

সভাপতিঃ অধ্যাপক ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার

সহ-সভাপতিঃ ড. রুক্মিণী মিত্র, ড. স্বপ্না রায়, শ্রী পুলক কর, শ্রী অরূপ রায়চৌধুরী, শ্রী গৌতম গোস্বামী

কর্মসচিবঃ ড. জয়দীপ চন্দ

যুগ্ম-কর্মসচিবঃ শ্রী নির্মাল্য রায়

সহ-কর্মসচিবঃ শ্রী সঞ্জয় গুহ

কোষাধ্যক্ষঃ শ্রী বিশ্বরণ গুহ

সম্পাদকঃ শ্রী শমীক বর্মন রায়

কার্যনির্বাহক সমিতিঃ

১। শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা
২। ড. অসিতাভ দাশ
৩। শ্রী অভিজিৎ কুমার ভৌমিক
৪। শ্রী ভূপেন রায়
৫। অধ্যাপক ড. পীযূষকান্তি পাণিগ্রাহী
৬। অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার চক্রবর্তী
৭। শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী
৮। শ্রী অভিজিৎ হালদার
৯। ড. অরূপরতন দাস
১০। শ্রী তাপস কুমার মণ্ডল

কাউন্সিল সদস্যঃ

১। শ্রী রাণাপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়
২। ড. নিতাই রায়চৌধুরী
৩। শ্রীমতী কনক ঘোষ
৪। শ্রীমতী বীথি বসু
৫। শ্রীমতী পাপড়ি সেনগুপ্ত
৬। শ্রী শিবশংকর মাইতি
৭। ড. স্বগুণা দত্ত
৮। শ্রী পুষ্পেন্দু মণ্ডল
৯। ড. অনুপ কুমার রাউত
১০। শ্রী সুজন সাহা

মনোনীত সদস্যঃ

১। শ্রী সত্যব্রত ঘোষাল
২। শ্রী মধুসূদন চৌধুরী
৩। ড. পার্থসারথি দাস

শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আমন্ত্রিত সদস্যঃ

১। শ্রীমতী বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায়
২। শ্রী কিরণময় দত্ত
৩। শ্রী শরদিন্দু ভুঁইয়া
৪। শ্রী অভিজিৎ কুমার
৫। শ্রী রজত দাস
৬। শ্রী সুরজিৎ শীল
৭। শ্রী রামরতন ভট্টাচার্য

উপসমিতিঃ

১। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা ও শিক্ষণ উপসমিতি

অধিকর্তাঃ শ্রী গৌতম গোস্বামী

আহ্বায়কঃ ড. অরূপরতন দাস

সদস্যবৃন্দঃ অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার, ড. রুক্মিণী মিত্র, অধ্যাপক ড. পীযূষকান্তি পাণিগ্রাহী, শ্রী সত্যব্রত ঘোষাল, অধ্যাপক ড. সলিল চন্দ্র খান, শ্রী রাণাপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী

ভূপেন রায়, ড. বিশ্বজিৎ দাস ঠাকুর, শ্রীমতী বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী বীথি বসু, শ্রীমতী পাপড়ি সেনগুপ্ত, শ্রী অরূপ রায়চৌধুরী, ড. নিতাই রায়চৌধুরী, অধ্যাপক ড. সুবর্ণ কুমার দাস, শ্রী প্রদোষ কুমার বাগচী, শ্রী ভূপেন রায়, ড. সুশান্ত ব্যানার্জী এবং গ্রন্থাগারিক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

২। অর্থ ও গৃহনির্মাণ উপসমিতিঃ

সভাপতিঃ শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা

আহ্বায়কঃ কোষাধ্যক্ষ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সদস্যবৃন্দঃ অধ্যাপক ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার, শ্রী পুলক কর, শ্রী দেবব্রত কুণ্ডু, শ্রী নির্মাল্য রায়, শ্রী অভিজিৎ কুমার ভৌমিক, শ্রী সঞ্জয় গুহ, শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা গুপ্ত, ড. পার্থসারথি দাস, শ্রী পুষ্পেন্দু মণ্ডল, শ্রী রজত দাস, শ্রী অসীম কুমার হালদার

৩। গ্রন্থাগার পত্রিকা উপসমিতিঃ

সভাপতিঃ ড. অসিতাভ দাশ

আহ্বায়কঃ শমীক বর্মন রায় সম্পাদক, গ্রন্থাগার

সদস্যবৃন্দঃ প্রদোষ কুমার বাগচী (সহ-সম্পাদক), শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী গৌতম গোস্বামী, শ্রী কঙ্কণ সরকার, শ্রী সত্যব্রত ঘোষাল, ড. স্বপ্না রায়, ড. গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী সৈকত কুমার গিরি, ড. স্বগুণা দত্ত, শ্রীমতী শ্রাবণী মজুমদার

৪। প্রকাশনা উপসমিতিঃ

সভাপতিঃ অধ্যাপক ড. পীযূষ কান্তি পাণিগ্রাহী

আহ্বায়কঃ শ্রী প্রদোষ কুমার বাগচী (সহ-সম্পাদক, গ্রন্থাগার)

সদস্যবৃন্দঃ শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, অধ্যাপক ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার, অধ্যাপক ড. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় (দাস), শ্রী সত্যব্রত ঘোষাল, শ্রী অভিজিৎ কুমার ভৌমিক, ড. অসিতাভ দাশ, শ্রী গৌতম গোস্বামী, ড. ফাল্গুনী দে

৫। লাইব্রেরি উপসমিতিঃ

সভাপতিঃ শ্রী ভূপেন রায়

আহ্বায়কঃ গ্রন্থাগারিক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সদস্যবৃন্দঃ শ্রী শিবশংকর মাইতি, শ্রী রাণাপ্রতাপ চ্যাটার্জী, শ্রীমতী কনক ঘোষ, শ্রী নির্মাল্য রায়, শ্রী সঞ্জয় গুহ, শ্রী অভিজিৎ হালদার, ড. গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী রামরতন ভট্টাচার্য, শ্রী সঞ্জীব চক্রবর্তী এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা উপসমিতির আহ্বায়ক (পদাধিকার বলে)

৬। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সাধারণ গ্রন্থাগার (বিধান নগর) ও সভাগৃহ উপসমিতিঃ

সভাপতিঃ শ্রী তাপস কুমার মণ্ডল

আহ্বায়কঃ গ্রন্থাগারিক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সাধারণ গ্রন্থাগার

সদস্যবৃন্দঃ শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, অধ্যাপক ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার, অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার চক্রবর্তী, শ্রীমতী ঝুনু মুখোপাধ্যায়, শ্রী পুলক কর, শ্রীমতী বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী অঞ্জনা দত্ত, শ্রী অভিজিৎ কুমার ভৌমিক, শ্রী শিবশংকর মাইতি, শ্রী রামরতন ভট্টাচার্য এবং শ্রী সৌরভ সরকার

৭। সাধারণ গ্রন্থাগার উপসমিতিঃ

সভাপতিঃ ড. স্বপ্না রায়

আহ্বায়কঃ শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী

সদস্যবৃন্দঃ অধ্যাপক ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার, শ্রী নির্মাল্য রায়, শ্রী অশোক কুমার দাস, শ্রী অভিজিৎ কুমার ভৌমিক, শ্রীমতী কনক ঘোষ, জাকিরুল ইসলাম, শ্রী উত্তম কুমার রায়, শ্রী মধুসূদন চৌধুরী, শ্রী অরুণাভ ভৌমিক, শ্রী চন্দনলাল দে খান, শ্রী তাপস কুমার মণ্ডল, শ্রী তাপস কুমার সরকার, শ্রী তাপস চক্রবর্তী, শ্রী সৌগত সাহা, ড. সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী পুলক কর, শ্রী শরদিন্দু ভুঁইয়া, শ্রী অমিত কুমার পাল, শ্রীমতী নন্দা ভৌমিক, শ্রীমতী বীথি বসু, শ্রীমতী পাপড়ি সেনগুপ্ত, শ্রীমতী তপতী গাঙ্গুলি

৮। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষ গ্রন্থাগার উপসমিতিঃ

সভাপতিঃ ড. অরুণ কুমার চক্রবর্তী

আহ্বায়কঃ ড. অনুপ কুমার রাউত

সদস্যবৃন্দঃ শ্রী অভিজিৎ কুমার, ড. রঞ্জন সামন্ত, শ্রী সঞ্জয় গুহ, ড. ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, শ্রী অনুপম ঘোষ, ড. প্রদীপ

কুমার ভট্টাচার্য, ড. মধুশ্রী ঘোষ উপাধ্যায়, শ্রী বিপুল মণ্ডল, শ্রী কিরণ চন্দ্র হালদার, শ্রী গৌতম ভূষণ, ড. বাপন কুমার মাইতি, শ্রী পিনাকী চক্রবর্তী, শ্রী সুদীপ্ত চক্রবর্তী, শ্রী উজ্জ্বল পাত্র এবং আবু সয়ীদ

৯। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উপসমিতিঃ

সভাপতিঃ শ্রী শিবশংকর মাইতি

আহ্বায়কঃ শ্রী সুরজিৎ শীল

সদস্যবৃন্দঃ ড. অরূপরতন দাস, শ্রী কিরণময় দত্ত, শ্রী নিশীথ পারিয়া, শ্রীমতী বাণী চক্রবর্তী, শ্রী জগদীশ মাহাতো এবং শ্রীমতী রুমা চাকলানবিশ

১০। ছাত্র সংযোগ উপসমিতিঃ

সভাপতিঃ শ্রী সঞ্জয় গুহ

আহ্বায়কঃ শ্রী সৌরভ সরকার

সদস্যবৃন্দঃ শ্রী অভিজিৎ হালদার, শ্রী সুরজিৎ শীল, শ্রী বিশ্বজিৎ বাঁশর, শ্রী রামরতন ভট্টাচার্য, শ্রী বিশ্বজিৎ পট্টনায়েক, শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা গুপ্ত, শ্রী রমেন্দু দাস, শ্রী দেবাশিস দাস, শ্রী শান্তনু দত্ত, সাফিউন আলফা, সহেলী রহমান লস্কর, শ্রী সঞ্জয় দে, অমিত নাইয়া, সন্দীপন চক্রবর্তী, অরিজিৎ ভান্ডারী

১১। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, অনলাইন প্রশিক্ষণ, ডকুমেন্টেশন ও ওয়েবসাইট উপসমিতিঃ

সভাপতিঃ শ্রী অরূপ রায়চৌধুরী

আহ্বায়কঃ শ্রী পুষ্পেন্দু মণ্ডল

সদস্যবৃন্দঃ শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, ড. বিদ্যার্থী দত্ত, শ্রী অভিজিৎ কুমার ভৌমিক, শ্রী ভাস্কর ঘোষ, শ্রী বিশ্বজিৎ বাঁশর, শ্রী অসীম কুমার হালদার, শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা গুপ্ত, শ্রী সুজন সাহা, শ্রী রাজেশ দত্ত, শ্রী কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক, ড. অভিজিৎ দত্ত, শ্রী সৌরভ দত্ত, শ্রী ইন্দ্রাশিস দে

১২। প্রবীর রায়চৌধুরী ও অমিতা রায়চৌধুরী এনডাওমেন্ট উপসমিতিঃ

সভাপতিঃ অধ্যাপক ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার

আহ্বায়কঃ শ্রী অভিজিৎ হালদার

সদস্যবৃন্দঃ শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, ড. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় (দাস), ড. বিনোদ বিহারী দাস, ড. যতীন্দ্র নাথ শতপথী, ড. অসিতাভ দাশ, ড. রুক্মিণী মিত্র, অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার চক্রবর্তী, শ্রী সত্যব্রত ঘোষাল, শ্রী পুলক কর, ড. পার্থসারথি দাস

১৩। সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতিঃ

সভাপতিঃ অধ্যাপক শ্রী পুলক কর

আহ্বায়কঃ শ্রী অভিজিৎ কুমার ভৌমিক

সদস্যবৃন্দঃ শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, শ্রী অশোক কুমার দাস, শ্রী সঞ্জয় গুহ, শ্রী নির্মাল্য রায়, শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, শ্রী তাপস কুমার মণ্ডল, শ্রীমতী কনক ঘোষ, শ্রী শরদিন্দু ভুঁইয়া, শ্রী সুখেন্দু দে, শ্রীমতী সুতপা ভুঁই, শ্রী বিদ্যাধর মুদলী, শ্রী কুলীন চন্দ্র রায় এবং প্রতিটি জেলা শাখার সম্পাদক

১৪। স্মারক বক্তৃতা ও সম্মেলন উপসমিতিঃ

সভাপতিঃ ড. রুক্মিণী মিত্র

আহ্বায়কঃ ড. স্বগুণা দত্ত

সদস্যবৃন্দঃ শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, অধ্যাপক ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার, শ্রী সত্যব্রত ঘোষাল, ড. অসিতাভ দাশ, ড. স্বপ্না রায়, শ্রীমতী বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী অরূপ রায়চৌধুরী, ড. পার্থসারথি দাস, শ্রী অভিজিৎ কুমার

বি.দ্রঃ কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ ও সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা পদাধিকারবলে প্রতিটি উপসমিতির সদস্য

পরিষদ কথা

শতবর্ষ উদ্‌যাপন

সূচনা অনুষ্ঠান

২০ ডিসেম্বর, ২০২৪

(সকাল ৯.০০টা-দুপুর ২.০০টো)

শতবার্ষিকী সভাগৃহ

আশুতোষ শিক্ষা প্রাঙ্গণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৮৭/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শতবর্ষ উদ্‌যাপনে সামিল হউন

মাননীয়
মহাশয়/মহাশয়া,

প্রথমেই আপনাকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানাই। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আগামী ২০শে ডিসেম্বর, ২০২৪ আমাদের প্রিয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শতবর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে।

আগামী একবছর ধরে (২০২৪-২০২৫) বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরিষদের শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হবে। এই অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছে স্মরণিকা প্রকাশ, গ্রন্থ প্রকাশ, আলোচনাচক্র, সম্মেলন, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন ইত্যাদি। সমাজের নানা অংশের বিশিষ্টজন, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বিজ্ঞানী, সমাজকর্মী তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব এইসব অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন এবং তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করবেন। শুধু দেশে নয়, দেশের বাইরে থেকেও একাধিক গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষজন এইসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।

পরিষদের সুদীর্ঘ পথচলায় বিভিন্ন বিশিষ্টজন পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন যাঁরা বাংলা তথা বাঙালির ইতিহাসে একেকজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি এবং বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী সুশীল কুমার ঘোষ ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম কর্মসচিব। কবিগুরুর সচিব শ্রী অপূর্ব কুমার চন্দ ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। রবীন্দ্র জীবনীকার শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণী ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ও বিশিষ্ট ভ্রমণ সাহিত্যিক শ্রী উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি। বাঁশবেড়িয়ার জমিদার কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় এবং 'বাঙালির ইতিহাস' রচয়িতা শ্রী নীহাররঞ্জন রায় ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক জে. এ. চ্যাপমান ছিলেন পরিষদ গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির আরেকজন গ্রন্থাগারিক কে. এম. আসাদুল্লাহ এবং ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রথম গ্রন্থাগারিক বি. এস. কেশবন ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি। গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব শ্রী তিনকড়ি দত্ত এবং শ্রী প্রমীলচন্দ্র বসু ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। 'ছান্দসিক' শ্রী অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, ভাষাচার্য শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন। জাতীয় অধ্যাপক, পদ্মশ্রী শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের একজন শুভানুধ্যায়ী এবং তাঁর সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। বহুভাষাবিদ শ্রী রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাগার আন্দোলনের যশস্বী ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রী ফণিভূষণ রায়, শ্রী সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী, প্রমুখ ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি।

এর সূচনা হবে আগামী ২০শে ডিসেম্বর, ২০২৪ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী সভাগৃহে তিন দিনের

আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে (২০-২২ ডিসেম্বর, ২০২৪)। এই সম্মেলনের বিষয় নির্ধারিত হয়েছে ঃ Role of Library Associations in Library Movement in the Country (কোন দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনে গ্রন্থাগার পরিষদগুলির ভূমিকা)। এই সম্মেলনের জন্য নাম নিবন্ধীকরণ ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে। আপনি সরাসরি পরিষদ কার্যালয়ে বা https://forms.gle/nVelKX3w9ksPjXRN8-এই গুগ্‌ল ফর্মের মাধ্যমে নিবন্ধীকরণ করতে পারেন। সূচনা অনুষ্ঠানের জন্য নিবন্ধীকরণ অর্থ ধার্য্য হয়েছে ৭০০.০০ টাকা। এই সূচনা অনুষ্ঠানে আপনার/আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা রূপায়ণে প্রেরণা যোগাবে। আগামী ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪ কলকাতায় আপনার/আপনাদের সাক্ষাতের প্রত্যাশী।

এছাড়াও আগামী একবছর ধরে আরও যেসমস্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে সেগুলো হলঃ

- **১৯ জানুয়ারি, ২০২৫** (প্রস্তাবিত) হুগলি জেলার উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারে একদিরে সম্মেলন (আলোচ্য বিষয়ঃ কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের হুগলি জেলা)
- যেহেতু অবিভক্ত বঙ্গদেশে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদই ছিল একমাত্র গ্রন্থাগার পরিষদ তাই পরিষদের শতবর্ষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা শহরে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। **২২/২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।
- **২১-২৩ মার্চ, ২০২৫** বিষ্ণুপুরের যদুভট্ট মঞ্চে ৫৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন (আলোচ্য বিষয়ঃ শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার ও সাধারণ গ্রন্থাগারের মধ্যে সমন্বয় সাধন)
- **১১মে, ২০২৫** হাওড়া জেলার বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগারে একদিনের গ্রন্থাগার সম্মেলন
- **২৮/২৯ জুন, ২০২৫** কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউটে সম্মেলন
- **১৭ আগষ্ট, ২০২৫** বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক দিবস' উদ্‌যাপন
- **১৩/১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫** বর্ধমান/দূর্গাপুর শহরে একদিনের গ্রন্থাগার সম্মেলন
- **২৫-২৬ অক্টোবর, ২০২৫** উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দিনের জাতীয় পর্যায়ের সম্মেলন
- **২২ নভেম্বর, ২০২৫** পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ে সিধু-কানহো-বীরসা সরকারি শহর গ্রন্থাগারে একদিনের গ্রন্থাগার সম্মেলন।
- পরিষদের শতবর্ষ অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটবে **২০২৫ সালের ২০-২১** ডিসেম্বরে বিশ্বভারতীতে দু'দিনের জাতীয় পর্যায়ের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে।

এছাড়াও এই শতবর্ষ অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন স্মরণিকা প্রকাশ, গ্রন্থ প্রকাশ, বিভিন্ন আলোচনা চক্র, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন, ইত্যাদি। প্রতিটি অনুষ্ঠানে, বিশেষ শতবর্ষের সূচনা অনুষ্ঠানে আপনাদের সবান্ধবে উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাই।

আপনার প্রত্যক্ষ সহযোগিতা, সক্রিয় অংশগ্রহণ বা সুচিন্তিত মতামত ছাড়া আমাদের কর্মসমিতির কয়েকজন সদস্য বা কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্যদের পক্ষে এই বিরাট কর্মযজ্ঞের সম্পাদন করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। আপনি নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারছেন যে পরিষদের এই বিরাট কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন (প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা)। এই বিষয়েও আমরা আপনার সাহায্যের প্রত্যাশী। আপনার সাধ্যমতো যেকোন রকমের অর্থ সাহায্য আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করব। আপনি পরিষদের কার্যালয়ে এসে চেকে বা নগদে অথবা অনলাইনে পরিষদের অ্যাকাউন্টে (বিস্তায়িত নিচে দেওয়া হল) অথবা ফোন পে/গুগ্‌ল পে-র মাধ্যমে (ইন্দ্রাশিস দেঃ ৮৯৬১৯১০৪৩৭) অতি সহজেই পরিষদের শতবর্ষ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের জন্য অর্থ সাহায্য করতে পারেন। পরিষদের কর্মসমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সমস্ত সদস্য/শুভানুধ্যায়ী **৫০০০.০০ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ অর্থ** পরিষদের শতবর্ষ উদ্‌যাপন তহবিলে দান করবেন তাঁদের এই রাজ্যে শতবর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আর কোনরকম অর্থ ব্যয় করতে হবে না। যাঁরা পরিষদের অ্যাকাউন্টে অনলাইনে শতবর্ষের জন্য

অর্থসাহায্য করবেন তাঁদের জন্য অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এখানে দেওয়া হলঃ

অনলাইনে যেকোন রকমের অর্থসাহায্য করার পর অর্থ জমা দেবার স্ক্রিনশট হোয়অটস্অ্যাপে ৯৪৩২২৯২৭২৫/ ৮৯৬১৯১০৪৩৭ নম্বরে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ রইল।

In favour of: **THE BENGAL LIBRARY ASSOCIATION**
No.: 301402010103376 IFSC: UBIN0530140
Bank Name: Union Bank of India Branch: Calcutta – Dr. S.M. Avenue Branch

পরিশেষে আপনাকে আরেকবার শুভেচ্ছা জানিয়ে পরিষদের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সামিল হওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাই। আশা করি আপনি আমাদের এই উদ্যোগে সামিল হবেন।

নমস্কারান্তে,

স্থানঃ কলকাতা
তাংঃ ০১.১১.২০২৪

জয়দীপ চন্দ

(ড. জয়দীপ চন্দ)
কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
দূরভাষঃ ৯৪৩২২৯৮৭৪৬

।। বিশেষ আবেদন।।

আপনারা অবগত আছেন যে আগামী ২০-২২ ডিসেম্বর ২০২৪ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী সভা গৃহে পরিষদের শতবর্ষের সূচনা হবে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজনের মধ্য দিয়ে। এই উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্মরণিকার জন্য বিজ্ঞাপন আদায়ের অনুরোধ পরিষদের জেলা শাখার নেতৃত্ব, সাধারণ সদস্য এবং অনুরাগীদের কাছে জানানো হচ্ছে। বিজ্ঞাপনের হারঃ ব্যাক কভার-২০,০০০/-, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কভার যথাক্রমে-১৫,০০০/-, বিশেষ পূর্ণ পৃষ্ঠা-৫,০০০/-, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা-২,০০০/-, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা-১,০০০/- এবং এবং সাধারণ এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা-৬০০/-। বিজ্ঞাপনের ফর্ম পাওয়া যাবে পরিষদের কেন্দ্রীয় অফিসে এবং বিভিন্ন জেলার নেতৃবৃন্দের কাছে। সংগৃহীত বিজ্ঞাপন আগামী ৫ ডিসেম্বর, ২০২৪-এর মধ্যে পরিষদ ভবনে জমা দিতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার কর্মীসংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির হাওড়া জেলা শাখার উদ্যোগে ৪র্থ বার্ষিক সাধারণ সভা ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ সুকুমার হাজরা ও গোলকনাথ রায় মঞ্চে (জয়কেশ মুখার্জী ভবনে) অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রান্তর ব্যানার্জী। সম্পাদক অসিত রায় ২০২৩-২০২৪ সালের সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পর্ব করেন এবং কোষাধ্যক্ষ দিব্যেন্দু চন্দ্র আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দেন এ.বি.টি.এ. হাওড়া জেলা সভাপতি মাননীয় শ্রী ওমপ্রকাশ পান্ডে। তিনি বলেন, শিক্ষা আন্দোলনকে সাবলীল করতে হলে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে যুক্ত করতে হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠন ব্যাহত হচ্ছে। বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারও নেই। সাধারণ গ্রন্থাগারে কর্মী নিয়োগ হচ্ছে না। আপামর জনসাধারণ পরিষেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এজন্য যৌথভাবে শিক্ষা আন্দোলন অবশ্যই প্রয়োজনীয়। সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির পক্ষে শ্রী প্রদ্যোৎ দত্ত। অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পক্ষে বলেন শ্রী অশোককুমার দাস ও কর্মীদের উপস্থিতিতে সভাটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

উক্ত দিনে একই মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বুবুন সামন্ত ও হারু মুরমু। সমিতির পতাকা ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করা হয়। সম্পাদক শাশ্বত পাড়ুই ২০২৩-২০২৪ সালের বার্ষিক রিপোর্ট ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন এবং সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হাওড়া জেলা শাখার সম্পাদক শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী বলেন যে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ২০২৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর শতবর্ষে পদার্পণ করছে। শতবর্ষ সফল করার জন্য পরিষদের সদস্যদের ২০০০টাকা/৫০০০টাকা এককালীন অনুদান দেওয়ার অনুরোধ করছি। আমাদের জেলায় ২০২৫ সালের মে মাসে শতবর্ষকে স্মরণীয় করে রাখাতে একটা অনুষ্ঠান হবে। তিনি আরো বলেন, রাজ্যের গ্রন্থাগারে সমস্ত শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ ও বন্ধ গ্রন্থাগারগুলি খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক অসীম চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে মানপত্র, পুষ্পস্তবক, পেন, ছাতা ও মিষ্টান্ন দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। গ্রন্থাগার কর্মীদের উপস্থিতিতে সভাটি সফল হয়।

প্রতিবেদন — অশোক কুমার দাস ২৯/০৯/২৪

।। ভ্রম সংশোধন ।।

কার্তিক ১৪৩১ সংখ্যায় ভুলবশত পত্রিকার প্রকাশক 'গৌতম গোস্বামী'-র স্থানে 'শমীক বর্মন রায়' নাম ছাপা হয়েছিল। এই জন্য আমরা দুঃখিত। বর্তমান সংখ্যায় তা সংশোধন করা হল।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার কর্মীসংবাদ

বার্ষিক সাধারণ সভা

২৮শে সেপ্টেম্বর'২৪ শনিবার পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি পূর্ব-বর্ধমান জেলাশাখার ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি (অবসর প্রাপ্ত) সংগঠনের ৪র্থ সাধারণ সভা যৌথভাবে বর্ধমান জাগরী হলে অনুষ্ঠিত হল। জেলার বিভিন্ন প্রাপ্ত থেকে আগত গ্রন্থাগার কর্মীদের সমবেত সমাবেশে সাধারণ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে সাংগঠনিক আলোচনা হয়। এছাড়া গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক সদ্য ''মুজফ্ফর আহ্মদ স্মৃতি পুরস্কার''-এ ভূষিত সাহিত্যিক শিবানন্দ পালকে সভামঞ্চে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। জেলার মোট দশজন গ্রন্থাগার কর্মীকে বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করেন উভয় সংগঠনের বর্তমান কর্মকর্তারা। প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ও রাজ্যকমিটির ভূতপূর্ব সদস্য স্বপন সেন সংগঠনের তহবিলে মোট পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। আর.জি.কর নারকীয় ঘটনার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং ''we demand Justice'' স্লোগান ওঠে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মোট চোদ্দজন সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়ব্যয়ের উপর আলোচনা করেন। সংগঠনের সভাপতির ধন্যবাদ জ্ঞাপনে সভা শেষ হয়।

প্রতিবেদক — বাসুদেব পাল ২৮/০৯/২৪

গ্রন্থাগার সংবাদ

বিদ্যাসাগরের জন্মদিন পালন

২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ সহ বিভিন্ন গণ সংগঠনের সমবেত প্রচেষ্ঠায় ও কয়রাপুর নজরুল পাঠাগারের পৃষ্ঠপোষকতায় নারী প্রগতি ও সমাজ সংস্কারের যুগপুরুষ বিদ্যাসাগরের ২০৪তম জন্মদিন পালিত হয়।

গ্রন্থাগারের পাঠক সদস্য ও কয়রাপুর বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিতে বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবন ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক ডঃ মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভময় পাল। গ্রন্থাগারে বিদ্যাসাগর রচনাবলী ও জীবনী বিষয়ক বই-পত্র-পত্রিকা প্রদর্শনী উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাচিক শিল্পী মধুমঙ্গল ভট্টাচার্য সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

প্রতিবেদক — বাসুদেব পাল ২৭/০৯/২৪

GRANTHAGAR

Vol. 73 No - 6 Editor : Goutam Goswami Asst. Editor : Shamik Burman Roy Sept., 2023

ENGLISH ABSTRACTS

by Saikat Kr. Giri

- **Was it deserved? (Editorial), p.3-4**

  While characterising the present circumstances as bleak and the public libraries in the state gasping under continued neglect, the editor draws attention to a report on minister's derogatory remarks towards library personnel, reminding their duties and responsibilities. It is thought that such remarks on the library system from the concerned would help to bring despondency and gloom among library personnel to do discharge their duties. It concludes with the brief presentation of some speeches delivered by the chief guest and other dignitaries present in the occasion of 'Library Day' held at the State Central Library, Kolkata.

- **Contribution of woman in library service by Tilottama Roy, p.4-9**

  Tracing upon the unique signatures of some women librarians of 19th century, the present study aims at the compilation of a selected biography with brief annotation. In the context, some of the famous revolutionaries are L.B. Khavkina, from Russia; Sara Bigley, from USA; Suzanne Briet, from France; Shanti Mishra, from Nepal etc.

- **Mathematics in life, mathematics in librarianship by Satyabrata Ghosal, p.10-13**

  The researcher seeks the etymology of the term 'Ganita' (Mathematics) with its common impact on human activities and professions. Focusing the rank of countries hold on the subject study, it catches the glimpse of some of the landmarks in ancient classical Indian mathematics with special emphasize to social science theorem. The author concludes the discussion on the need of creating book sense and book culture rather than knowing mathematics to the study of LIS discipline inevitably.

- **Library and information process outsourcing technique: thinking of reconstruction of traditional services in Technical and Engineering Institute by Mahadeb Rana, p.14-20**

  The survey based study on outsourcing issue aims to introduce a new managerial strategy for managing library resources in some govt. and govt. aided engineering and technological institutes of W. B. It enumerates some factors considered that affect the entire life cycle of the process; finds out its advantages and disadvantages; analyses the opinions of library professionals and users. Findings show outsourcing as an alternative tool or avenue for effective managerial decision and a developed LIPO model for future guidance.

- **54th Bengal Library Conference: report on 2nd day seminar, topics: West Bengal Public Libraries Act, 1979**

and its amendments, p.21-26

Three-Day 54th Bengal Library Conference 2023 was scheduled to be held during February 24-26, 2023 at the Lokasanskriti Bhavan, Panihati by the joint efforts of BLA and RRRLF.

On the second day (25.2.2023) of the Conference the topic of discourse was on West Bengal Public Library Act, 1979 and its multiple amendments.

➢ **Association News. p.9**

The 88th Annual General Meeting was scheduled to be held on 8th October, 2023 in the Parishad Bhavan.

।। বিশেষ বিজ্ঞপ্তি।।

পরিষদের শতবর্ষ উপলক্ষে গ্রন্থাগার পত্রিকার বিশেষ সংকলন প্রকাশ পাবে এবং সাথে সাথে শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে অন্য আরেকটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ পাবে। পরিষদের শুভাকাঙ্ক্ষী সহ সকলের কাছে অনুরোধ করছি এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে এবং অনধিক চার পাতার মধ্যে আপনার লিখিত প্রবন্ধ দুই কপি দ্রুত আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দিতে। লেখা মনোনীত হলে তা অবশ্যই প্রকাশ করা হবে।

।। সদ্য প্রকাশিত।।

❖ গ্রন্থাগার পত্রিকা সম্মিলিত সূচি/ড. অসিতাভ দাশ এবং ড. স্বগুণা দত্ত ♦ ৫০০.০০ টাকা।

❖ বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতন লাইব্রেরি এবং অন্য এক রবীন্দ্রনাথ/ সুকুমার দাস ♦ ২৭৫.০০ টাকা।

❖ **Evolution of Resource Description/**
Ratna Bandopadhyay ♦ Price : Rs. 380.00/-

প্রকাশক ঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। কলকাতা-৭০০ ০১৪

GRANTHAGAR

Vol. 73 No - 7 Editor : Goutam Goswami Asst. Editor : Shamik Burman Roy Oct., 2023

ENGLISH ABSTRACTS

by Saikat Kr. Giri

❖ **Centenary Celebration of the Association (Editorial), p.3**

BLA's 100th anniversary is going to be celebrated this year on 20th December, 2024. In the context, editor looks back the glorious history of the Association citing some famous stalwarts as a member of working committee at its inception on 20th December, 1925. Sharing Association's long cherished dreams publishing a commemorative volume to mark the celebration, it has put an earnest request to all concerned for submitting the articles of their own experiences about BLA to publish in the special issue in this respect. While discussing on the financial crunch of the organization in the present circumstances, it keeps a passionate appeal to all to come forward with their helping hand to execute the entire programme for books and library.

❖ **Periodical analysis of articles written by women writers which were published in Tattabodhini Patrika by Pratima Saha and Swapna Banerjee, p. 4-14**

The Paper traces the journey of 'Tattwabodhini Patrika' as an organ of Tattwabodhini Sabha of Brahmo Samaj, emerged in the 19th century of Bengal Renaissance, focusing the exuberant growth and development of literary works on diverse subjects written by a galaxy of many literary women geniuses like Hemlata Devi, Prativa Devi, Lila Devi, Prasannamayee Devi, Ratnamala Devi and like other intellectuals in Bengal. The study has also led to chronological analysis over publications, drawing justified inferences in this respect.

❖ **Read book, build society, use library by Dipankar Halder, p.15-17**

Books are the most popular and means of preserving past and present knowledge for the future. In the context, the paper highlights the discussion on society and library, cyclical relationship between book, education and society and importance of books and library for the development of society, citing several utterances diffused on the earth to progress.

❖ **54th Bengal Library Conference 2023: report on 2nd day seminar, Topic: problems of library and library workers, Reported by Bithi Basu and others p.18-24**

BLA's 3-day conference was held during February 24-26, 2023 at Lokasanskriti Bhawan of Panihati, Sodepur. On the 2nd day in the 2nd phase and the third day of the seminar, it starts with the presentation of a lot of papers on the concerned topic, 'Problems of library and library workers'.

The discussion on the third day in the last phase of the conference focuses the topic 'Library services during epidemic and post epidemic period', as an appraisal.

- **Library workers' News, p.27**

  The 4th Annual General Meeting and the 2nd District Conference, 2023 of West Bengal Public Libraries Pensioners' Association of South 24 Pgs. was held on July 22, 2023 at the Stalin Einstein Centenary Library. Reported by Subal Chandra Pramanik

- **Library News, p.28**

  Bimala Devi Memorial Lecture was organized by Chandannagar Pustakagar to commemorate the 150th birth celebrations of both Pathagar and Sri Aurobindo on the 2nd September, 2023. Reported by Somnath Banerjee

- **Association News, p.27**

  The General Meeting of BLA, South 24 Pgs. District 2023-2024 was held on 3rd September, 2023 at the Viveksangha City Library, Kolkata. Repoted by Arunava Das

  Letter: Satybrata Ghoshal, p.25-26

- **Errata. p.17**

।। অভিনন্দন ।।

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর ১৩৬তম জন্ম দিবস পালন অনুষ্ঠানে ২০২৪ সালের মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ স্মৃতি পুরস্কারের অন্যতম প্রাপক হলেন প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শিবানন্দ পাল মহাশয়। ''সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাঁওতাল বিদ্রোহ'' বইটিতে সাঁওতাল উপজাতিদের উপর অর্থনৈতিক শোষণ, সর্বস্বান্ত হওয়া রাজস্ব ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি তাদের জমির অধিকার রক্ষার যে লড়াই সাঁওতাল উপজাতিরা সিধু কানুর নেতৃত্বে ১৮৫৫ সাল থেকে শুরু করেছিলেন তার অবসানে ব্রিটিশরা নির্মম অত্যাচার ও দমনপীড়ন চালিয়েছিলেন — সেই বিষয়ে লেখক গবেষণা মূলক কাজ করেছেন। বিদ্রোহী পরিবারদের পরবর্তী বংশধরদের কাছে কথোপকথনের মাধ্যমে তিনি তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। শিবানন্দ পাল বর্ধমান জেলায় সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মী ছিলেন এবং কর্মী আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন। বহু গ্রন্থের লেখক শ্রী পাল বর্তমানে সাংবাদিকতা ও লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা
এখন পাওয়া যাচ্ছে

- বিমল কুমার দত্ত
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। ১৯৮৯।
  মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা
- রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা
- ড: বিমলকান্তি সেন
  গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ :
  ইংরেজি - বাংলা; - ২য় সংস্করণ, ২০১৩।
  মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা
- গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী :
  ১৯১৫-১৯৩০, ১৯৯৪।
  মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা
- **Prof. Panigrahi, P. K., Raychaudhury, Arup, Chanda, Joydeep**
  Proceedings of Indkoha 2016.
  Price : Rs. 500.00
- **Ohdedar, A. K.**
  Book Classification - 1994
  Price : Rs. 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative Volume, 1998.
  Price : Rs. 200.00
- প্রবীর রায়চৌধুরী ও গ্রন্থাগার আন্দোলন।
  গৌতম গোস্বামী সম্পাদিত;
  সহ-সম্পাদক-জয়দীপ চন্দ, ২০১১
  মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা
- **Raychaudhury, Arup, Majumder, Apurba Jyoti, Chanda, Joydeep**
  Proceedings of Indkoha 2017.
  Price : Rs. 500.00
- **Raychaudhury, Arup and others**
  Proceedings of Indkoha 2019.
  Price : Rs. 500.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী ১৩৫৮-১৪২৮ ● সঙ্কলক ঃ অসিতাভ দাশ ও স্বগুণা দত্ত ● মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা

২. গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ● বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী ● ১৯৩১-১৯৪৭ ● মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

৩. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ● সূচিকরণ ● সম্পাদনা ঃ প্রবীর রায় চৌধুরী ● মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত গ্রন্থকার নামা ● ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত)
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ ● অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) ● মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

৫. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ● বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি ● দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা ● মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

৬. রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ● গ্রন্থাগার সামগ্রির সংরক্ষণ ● মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

৭. ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার ● পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগারপরিষদ ● মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা

৮. রামকৃষ্ণ সাহা ● বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ ● মূল্য ঃ ১২০০.০০ টাকা

৯. **Memorandum of Bengal Library Association ● Price : Rs. 10.00**

১০. **Ohdedar, A. K. The Growth of the library in modern India : 1498-1836 ● Edited by Arjun Dasgupta ● Associate editor : Dr. Krishnapada Majumder, 2019 ● Price : Rs. 300.00**

১১. **Bandopadhyay, Ratna ● Evolution of Resource description ● Price : Rs. 380.00**

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY
ENGLISH CALENDAR MONTH

Postal Registration No : KOLRMS/83/2022-2024
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 74 No. 8 Editor : Shamik Burman Roy Asst. Editor : Pradosh Kumar Bagchi November 2024

CONTENTS

Page

Aamra choli samukhpane **(Editorial)** 3

Dr. Soumen Kayal 4

Integrating the Indian system in higher education and the role of libraries museums and archives in preserving culture and heritage.

Dr. Subal Chandra Biswas 10

The Library of Alexandria and Callimachus' 'Pinacus' — a key to exploring the knowledge of an ancient library

Association News 19

1. List of the elected officials of the association along with executive committee members, council members and members of various sub-committees for the year 2024-2026.

2. An appeal to join in the centenary celebration of the Bengal Library Association

Library Workers' News 25

Library News 26

English Abstract (Vol.-73, No. 6, September 2023) 27

English Abstract (Vol.-73, No. 7, October 2023) 29

Printed & Published by Goutam Goswami for **Bengal Library Association.** Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014. **Phone : 8276032102. E-mail : blacal.org@gmail.com, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World,** P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 9831161961.** *Editor :* **Shamik Burman Roy 9748702776(WA)**